অগ্রদূত প্রকাশনার ৬০ বছর

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

৬০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন ১৪২২, ফেব্রুয়ারি-২০১৬

এ সংখ্যায়

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
৮ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী ও প্রসঙ্গ কথা
গল্প
ভ্রমণ-কাহিনী
স্বাস্থ্য-কথা
তথ্য-প্রযুক্তি
স্বদেশ বিবৃতি
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ
স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

100 Years of Cubbing 1916-2016 Bangladesh Scouts

DESCO
POWER IS YOURS

DHAKA ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED (DESCO)

উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানে ডেসকো অঙ্গিকারাবদ্ধ

- One Point Service এর মাধ্যমে ডেসকো'র সেবা গ্রহণ করুন।
- বিদ্যুৎ বিল সহজতর ও ঝামেলামুক্ত করতে SMS এর মাধ্যমে ডেসকো'র বিল পরিশোধ করুন।
- e-mail অথবা Website এর মাধ্যমে ডেসকো'র নিয়ন্ত্রণাধীন আপনার এলাকার লোড শেডিং এর খবর জেনে নিন।
- গ্রাহক হয়রানী সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করুন।
- আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত গ্রাহক শুনানীতে অংশগ্রহণ করে আপনার সমস্যা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিদ্যুৎ স্থাপনা আমাদের জাতীয় সম্পদ ; দেশের নাগরিক হিসেবে এগুলো রক্ষা করুন।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি প্রতিরোধ করুন : বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- লোড শেডিং কমাতে রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল/দোকানপাটসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন ; এসি'র তাপমাত্রা ২৫° সে. বা তার উপর রাখুন।
- দোকান, শপিং মল, বাসা-বাড়ীতে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করুন।
- দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রাখুন, সূর্যের আলো ব্যবহার করুন।
- এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন অপেক্ষা এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় অনেক লাভবান।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন ; অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন।

বিদ্যুৎ খরচ কম হলে - আপনার লাভ তথা দেশের লাভ।

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোহাম্মদ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
এ.এইচ.এম শামছুল আজাদ

যুগ্ম সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস
আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়ালিদ

বিনিময় মূল্যঃ বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড,
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৩৩৭৭১৪, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-২৬
মোবাইলঃ ০১৭১২-৮৬৪১১৫
ই-মেইলঃ bsagrodoot@gmail.com
ফ্যাক্সঃ ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

অগ্রদূত প্রকাশনার ৬০ বছর

৬০ বর্ষ ২য় সংখ্যা
মাঘ-ফাল্গুন ১৪২২
ফেব্রুয়ারি-২০১৬

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
অগ্রদূত
AGRADOOT

সম্পাদকীয়

ঋতু বৈচিত্রের দোলায় রক্তলাল আভায় ফাল্গুণের অপরূপ সাজ। এই ফাল্গুণে আমাদের মহান শহীদ দিবস ও একুশে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার জন্য আত্মাহুতি দানকারী রক্তাক্ত সেই ভাষা শহীদদের স্মৃতিময় দিনটিকে কেন্দ্র করে আজ বিশ্বব্যাপি পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির কথা বলার স্বাধীকার থেকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার সূতিকাগার যার উন্মেষ ঘটে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। যা আজও আমাদের প্রেরণার উৎস উজ্জীবিত স্মারক। বাঙালী জাতির অর্জন একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ও বাংলা ভাষার অহংকার। মাতৃভাষাকে রক্ষা ও বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাকে উজ্জীবিত করার জন্য জীবন উৎসর্গকারী বাংলা মায়ের অকুতোভয়, অদম্য ভাষা শহীদ সন্তানদের প্রতি আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

এ সংখ্যায় অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর কিছু আলোকচিত্রসহ প্রতিবেদন ছাপানো হলো। অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীকে স্মরণীয় করে রাখতে অগ্রদূত এর পক্ষ থেকে ক্যাম্পুরীর আকর্ষণীয় চিত্রগুলো নিয়ে স্মৃতি ডায়রী স্বরূপ বর্ষপঞ্জিকা অত্র প্রকাশনার সাথে সংযুক্ত করা হলো।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রোভার স্কাউটদের সেবা কার্যক্রমের ফুল দিয়ে অলংকরণ কাজের অংশ বিশেষ।

অষ্টম জাতীয় ক্যাম্পুরী

উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা...

প্রোগ্রাম বুলেটিন

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রোগ্রাম বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে...

সূচীপত্র

প্রচ্ছাদ প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	০৩
৮ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী ও প্রসঙ্গ কথা	০৫
ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টমিডিয়ায় ৮ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী	০৮
ক্যাম্পুরী গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ – মোসা: মাহফুজা পারভীন	১০
গল্প, ব্যবসায়ী সর্বশান্ত! – মীর মোহাম্মদ ফারুক	১১
ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস: আন্তর্জাতিক এ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রাম	১৩
স্বাস্থ্য কথা	১৫
শোক সংবাদ	১৬
খেলা-ধুলা	১৭
তথ্য-প্রযুক্তি	১৮
স্বদেশ বিবৃতি – সালেহীন সিরাত	১৯
জানা অজানা	২০
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ – তৌফিকা তাহসিন	২১
ছড়া-কবিতা	২২
স্কাউট সংবাদ	২৩
স্কাউটদের আঁকা ঝোকা	৩২

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে অগ্রদূত এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার অগ্রদূতে প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন অগ্রদূত পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানের ঠিকানা: **bsagrodoot@gmail.com**
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আজুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

রফিক, সালাম ও বরকত সহ- কয়েকটি নাম যেমন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে গেঁথে আছে, তেমনই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সঙ্গেও প্রবাসী বাংলাদেশী রফিক-সালামের নাম মিশে আছে। রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম কানাডার ভ্যানকুভার থেকে এ দিবসটি বিশ্বব্যাপী উদযাপনের প্রচেষ্টার উদ্যোগ গ্রহণ বীজ বপন করেছিলেন।

১৯৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারী রফিকুল ইসলাম জাতিসংঘের তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারি কফি আনানকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে রফিক ১৯৫২ সালে ভাষা শহীদদের অবদানের কথা উলেখ করে কফি আনানকে প্রস্তাব করেন ২১ ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে যেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। সে সময় এ চিঠিটি সেক্রেটারী জেনারেলের প্রধান তথ্য কর্মচারী হিসেবে কর্মরত হাসান ফেরদৌসের নজরে আসে। তিনি ১৯৯৮ সালের ২০ জানুয়ারী রফিককে অনুরোধ করেন তিনি যেন জাতিসংঘের অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রের কারো কাছ থেকে একই ধরনের প্রস্তাব আনার ব্যবস্থা করেন। সেই উপদেশ অনুযায়ী রফিক তার সহযোদ্ধা আব্দুস সালামকে সাথে নিয়ে "এ গ্রুপ অব মাদার ল্যাংগুয়েজ অফ দ্যা ওর্য়াল্ড" নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেন। এতে একজন ইংরেজীভাষী, একজন জার্মানভাষী, একজন ক্যান্টোনিজভাষী, একজন কাচ্চিভাষী সদস্য ছিলেন। তারা আবারো কফি আনানকে "মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভারস অফ দ্যা ওর্য়াল্ড" (Mother Language Lovers of the World)- এর পক্ষ থেকে একটি চিঠি লেখেন এবং চিঠির একটি কপি ইউএনওর ক্যানাডিয়ান এম্বাসেডর ডেভিড ফাওলারের কাছেও প্রেরণ করেন।

১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে হাসান ফেরদৌস সাহেব রফিক এবং সালামকে উপদেশ দেন ইউনেস্কোর ভাষা বিভাগের জোশেফ পডের সাথে দেখা করতে। তারা জোশেফের সাথে দেখা করার পর জোশেফ তাদের উপদেশ দেন ইউনেস্কোর আনা মারিয়ার সাথে দেখা করতে। এই আনা মারিয়া নামের এই ভদ্রমহিলাকে আমরা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করবো, কারণ এই ভদ্রমহিলাই প্রবাসী রফিক-সালামের কাজকে অনেক সহজ করে দেন। আনা মারিয়া রফিক-সালামের কথা মন দিয়ে শোনেন এবং তারপর পরামর্শ দেন তাদের প্রস্তাব ৫ টি সদস্য দেশ ক্যানাডা, ভারত, হাঙ্গেরি, ফিনল্যান্ড এবং বাংলাদেশ দ্বারা আনীত হতে হবে। সে সময় বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী এম এ সাদেক এবং শিক্ষা সচিব কাজী

রকিবুদ্দিন, অধ্যাপক কফিলউদ্দিন আহমেদ, মশিউর রহমান (প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের তৎকালীন ডীরেক্টর), সৈয়দ মোজাম্মেল আলি (ফ্রান্সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত), ইকতিয়ার চৌধুরী (কাউন্সিলর), তোজাম্মেল হক (ইউনেস্কোর সেক্রেটারি জেনারেলের শীর্ষ উপদেষ্টা) সহ অন্য অনেকেই জড়িত হয়ে পড়েন। তারা দিন রাত ধরে পরিশ্রম করেন আরো ২৯ টি দেশকে প্রস্তাবটির স্বপক্ষে সমর্থন আদায়ে।

১৯৯৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। ইউনেস্কোর প্রস্তাব উত্থাপনের শেষ দিন। এখনো প্রস্তাব এসে পৌঁছায়নি। ওদিকে রফিক সালামেরা ব্যাপারটি নিয়ে বিনিদ্র রজনী অতিক্রম করে চলেছেন। টেলিফোনের সামনে বসে আছেন, কখনো চোখ রাখছেন ই-মেইলে। আসলে প্রস্তাবটির পেছনে প্রধানমন্ত্রীর একটি স্বাক্ষর বাকি ছিলো। আর প্রধানমন্ত্রী তখন পার্লামেন্টে। পার্লামেন্টের সময়সূচীর পরে স্বাক্ষর করতে করতে প্রস্তাব উত্থাপনের সময়সীমা পার হয়ে যাবে। সেটা আর সময় মত হয়তো ইউনেস্কো পৌঁছুবে না। সব পরিশ্রম জলেই যাবে বোধ হয়। প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে অনুরোধ করা হলো তিনি যেন প্রস্তাবটি স্বাক্ষর করে ফ্যাক্স করে দেন ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে। অফিসের সময়সীমা শেষ হবার মাত্র একঘণ্টা আগে ফ্যাক্সবার্তা ইউনেস্কোর অফিসে এসে পৌঁছলো। ইউনেস্কোর সদর দফতরের সদা হাস্যময় আনা মারিয়ার কথা কিছুতেই ভুলে যাওয়া উচিত হবে না বাংলাদেশের। তার নিজের দেশ সুইডেন। কিন্তু সুইডেনে তার নিজের মাতৃভাষা ইংরেজি বিলুপ্ত হওয়ার পথে। কিন্তু তিনি চান সুইডিশ ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিও সেখানে বেঁচে থাকুক। তাই তিনি এমন একটি দিবসের জন্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। অফিসের

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অন্যান্য সেবা কার্যক্রমের পাশাপাশি ফুল দিয়ে সাজাচ্ছে রোভার স্কাউটরা

সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও আনা মারিয়া ওইদিন বসে ছিলেন বাংলাদেশ মিশন থেকে রেজ্যুলেশানটি পাবার আশায়। কেননা ফাইলে রেজ্যুলেশান রাখার ওটিই ছিল শেষ দিবস। এদিকে ঢাকায় ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর ফ্যাক্স মেশিন ছিল একেবারেই পুরানো। তাই সেখান থেকে বার বার ফ্যাক্স পাঠালেও দূতাবাসের কর্মীরা তার পাঠোদ্ধার করতে পারছিলেন না। অফিস সময় পেরিয়ে গেলেও দূতাবাসের অফিস কর্মী আবদুল আউয়ালও তাই অনেক রাত পর্যন্ত অফিসেই ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন মিলে সেটির পাঠোদ্ধার করে নতুনভাবে টাইপ করে মারিয়ার অফিসে পাঠানো হয় এবং মারিয়ার অপেক্ষারও অবসান ঘটে। প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠিয়ে দিয়ে তবে তিনি বাসায় ফেরেন। ১৬ নভেম্বর কোন এক অজ্ঞাত কারণে (সময়াভাবে ?) বহুল প্রত্যাশিত প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর সভায় উত্থাপন করা হলো না। রফিক সালামেরা আরো একটি হতাশ দিন পার করলেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাতে দেশী-বিদেশী স্কাউট-স্কাউটারদের পদযাত্রা

পরদিন ৭ নভেম্বর, ১৯৯৯। এক ঐতিহাসিক দিন। প্রস্তাব উত্থাপন করা হলো সভার প্রথমেই। ১৮৮ টি দেশ এতে সাথে সাথেই সমর্থন জানালো। কোন দেশই এর বিরোধিতা করলোনা, এমনকি খোদ পাকিস্তানও নয়। সর্বসম্মতিক্রমে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গৃহীত হলো ইউনেস্কোর সভায়। এভাবেই একুশে ফেব্রুয়ারি একটি আন্তর্জাতিক দিবসে পরিণত হলো।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মৌচাক প্রাঙ্গণে ক্যাম্পুরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবেত কাব স্কাউটদের একাংশ

৮ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী ও প্রসঙ্গ কথা

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

ক্যাম্পুরী হচ্ছে কাব স্কাউটদের (৬-১১ বছর বয়সীদের) জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষামূলক সমাবেশ ও মিলন মেলা। ক্যাম্পুরী থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউটরা আত্ম-প্রত্যয়ী হয়ে সমাজ ও দেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে 'আমরা করবো জয়' থীম নিয়ে ২২-২৭ জানুয়ারি ২০১৬ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী। ক্যাম্পুরীতে দেশের সকল উপজেলা থেকে প্রায় ৮,০০০ জন কাব স্কাউট ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

২৩ জানুয়ারি সকাল ১১টায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন, ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পুরীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনকালে আগামী দিনে জাতির কর্ণধার হিসেবে কাব স্কাউট সদস্যদের যোগ্য হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের ভবিষ্যৎ তোমরা। তোমাদের হাতেই দেশটাকে দিয়ে যাবো, তোমরাই আগামী দিনে দেশকে পরিচালনা করবে। তোমাদের মধ্য থেকেই আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সচিব হবে।' সবাইকে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যুদ্ধ করে বিজয় অর্জনকারী জাতি। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, আমাদের কেউ 'দাবায়া' রাখতে পারবে না। আমাদের এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলতে হবে। আত্মবিশ্বাসী হয়ে সব কিছু জয় করতে হবে।' 'সোনার বাংলার সোনার ছেলে হিসেবে নিজেদের কাজ করতে হবে' বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ক্যাম্পুরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশন- গণভবন, ঢাকা এবং স্কাউটসের জাতীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র মৌচাক, গাজীপুর থেকে একযোগে সরাসরি সম্প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়।

ক্যাম্পুরী প্রোগ্রাম: ৮ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী আকর্ষণীয় উল্লাস (চ্যালেঞ্জ) সমূহে মেতে উঠে। ক্যাম্পুরীর সমগ্র অংশগ্রহণকারীদেরকে ফুলের নামে- কদম, জবা, সূর্যমুখী ও

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন কাব স্কাউটকে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরিয়ে দিচ্ছেন পাশে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড: মোজাম্মেল হক খান

ক্যাম্পুরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মন্ত্রীপরিষদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি, সহ সভাপতি ও ক্যাম্পুরী সাংগঠনিক কমিটির সভাপতিসহ আমন্ত্রিত অতিথিদের একাংশ

কৃষ্ণচূড়া এই চারটি ভিলেজে বিভক্ত করে পর্যায়ক্রমে চ্যালেঞ্জিং ও আকর্ষণীয় উল্লাসে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়া হয়। ক্যাম্পের নিয়ম অনুসারে প্রতিদিন প্রত্যুষে কোমলমতি শিশুরা ঘুম থেকে উঠে প্রাত:কাজ শেষে দিনভর নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে অতিবাহিত করে ক্যাম্পুরীর ব্যস্তময় দিনগুলো। সকাল ৬.০০টায় 'আনন্দ সকাল'-এ শরীর চর্চা শেষে অংশগ্রহণ করে 'আমার তাঁবু' কার্যক্রমে। এরপর ভিলেজ ভিত্তিক বিভিন্ন উল্লাসে অংশগ্রহণ। ক্যাম্পুরীতে কাব স্কাউটরা আকর্ষণীয় ১১টি উল্লাসে অংশগ্রহণ করে। উল্লাসগুলো হলোঃ উল্লাস-১: আনন্দ সকাল (এ্যারোবিক্স), উল্লাস-২: আমার তাঁবু (তাঁবু কলা), উল্লাস-৩: আমরা সবাই রাজা (কার্নিভাল), উল্লাস-৪: কিডস জোন (প্রযুক্তি ও ফান), উল্লাস-৫: গাঙ চিল (ভ্রমণ), উল্লাস-৬: খেলব মোরা (খেলা-ধুলা), উল্লাস-৭: মুক্ত আকাশ (জিডিভি), উল্লাস-৮: রত্ন দ্বীপে যাত্রা (কাব অভিযান), উল্লাস–৯: বন্ধু গড়ি (বন্ধুত্ব), উল্লাস-১০: জানা অজানা (সাধারণ জ্ঞান) এবং উল্লাস-১১: ক্যাম্প ফায়ার (তাঁবু জলসা)। এ সকল উল্লাসে অংশগ্রহণ করে একদিকে যেমন তাঁরা আনন্দ উপভোগ করে অন্যদিকে তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুশীলনের সুযোগ লাভ করে।

আকর্ষণীয় ও বিচিত্র সাজ নিয়ে 'আমরা সবাই রাজা' উল্লাসে অংশগ্রহণের জন্য মূল এরিনায় সমবেত হয় কাব স্কাউটের সদস্যরা। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে উল্লাস অ্যারিনায় আসেন অতিথিবৃন্দ। উল্লাস অ্যারিনায় কাব স্কাউটদের আনন্দদানের জন্য প্রদর্শন করা হয় হাতি, জিরাফ, বকসহ বিভিন্ন পশু পাখির প্রতিকৃতি। আকর্ষণীয় ও বিচিত্র সাজে অংশগ্রহণকারীগণ তীরন্দাজ, ডট বোর্ড, বেলুন দিয়ে ডিসকাস থ্রো, কৌটায় বল ফেলা, ভারসাম্য রক্ষা, মৎস্য শিকার, বলতে পারি, ঠিকানা খোঁজা স্টেশনে অংশগ্রহণ করে তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেয়।

'কিডস জোন'-কে কাব স্কাউটরা আনন্দ ও উল্লাসের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে। এখান থেকে ফোন, এসএমএস, ই-মেইল ও চিঠির মাধ্যমে অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। 'আমার ভাবনা' বোর্ডে ক্যাম্পুরী প্রোগ্রাম সম্পর্কে মন্তব্য, অভিযোগ এবং পরবর্তী সুপারিশ ব্যক্ত করে। এতে ইনডোর গেমস যেমন- লুডু, দাবা, ক্যারাম বোর্ড, লাটিম ঘুরানো, মার্বেল, দড়ি লাফ, কুত কুত খেলা, আইন নৃত্য ছাড়াও স্কিপিং, জায়গা দখল, কানামাছি, নেতা খুঁজে বের করা, ইন দি রিভার/বাই দি রিভার, পাখি উড়ে ও সাথী মেলানো খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তারা। 'কিডস জোন' এর উন্মুক্ত মঞ্চে গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয় প্রদর্শনসহ 'মেসেঞ্জার অব পীস' এর কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হয় কাব স্কাউটরা। মানসম্মত মন্তব্যকারী, শান্তির বাণী ও ছবি অঙ্কনের জন্য পুরস্কৃত করা হয় অংশগ্রহণকারীদের।

প্রতিটি কাব স্কাউট নিজ ইউনিট লিডারের তত্ত্বাবধানে ইউনিটভিত্তিক অংশগ্রহণ করে 'গাঙ চিল' উল্লাসে এবং ইভেন্টের দায়িত্বরত সকল কর্মকর্তাদের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করে দিনভর নন্দন পার্ক ভ্রমণ ও রাইডে আরোহণ করে আনন্দে মেতে উঠে অংশগ্রহণকারীরা।

'খেলব মোরা'য় দেশীয় খেলা- গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্ধা, কাবাডি, ফুলটোকা, বৌচি, রিং চালানো, সাত চারা ও বিদেশী খেলা- ক্রিকেট, ফুটবল ও খো খেলাতে মেতে উঠে ক্ষুদেরা।

'মুক্ত আকাশ'-এ গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ পরিদর্শন করে উন্মুক্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে ছোট্ট কাব মনিরা। এই উল্লাসে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাব স্কাউটরা স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জলবায়ু, তথ্য প্রযুক্তিসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউটদের জন্য শিশুতোষ চলচিত্র, ঘুড়ি ওড়ানো এবং লোকজ মেলার ব্যবস্থা করা হয়। মেলায় নাগরদোলা, বায়োস্কোপ ইত্যাদির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়।

রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয় এক অভিযাত্রা যা কাবদের কাছে 'কাব অভিযান' হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। ক্যাম্পুরীতে কাব অভিযানকে 'রত্ন দ্বীপে যাত্রা' নামে অভিহিত করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা অজানাকে জানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে 'রত্ন দ্বীপে যাত্রা'র মাধ্যমে এবং যাত্রা পথে বিভিন্ন বাঁধা অতিক্রম করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছায়। ইউনিট ভিত্তিক নির্দিষ্ট ট্রেইল ধরে অজানা সেই রত্ন দ্বীপের পথে পাড়ি জমায় সকলে। পথিমধ্যে নানা রকমের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয় তাদের। নির্দেশনা অনুযায়ী কাব স্কাউটরা এই উল্লাসটি উপভোগ করে।

'বন্ধুগড়ি'তে অংশগ্রহণ ও নতুন নতুন বন্ধু পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয় কাবরা। উল্লাসে প্রতিটি কাব দলকে ভিন্ন ভিন্ন বীরশ্রেষ্ঠের ছবির ৬ টুকরো দেয়া হয়। দলের প্রত্যেক কাব সদস্যকে প্রাপ্ত ছবির টুকরো অন্য যেকোন দলের কাব সদস্যদের নিকট থেকে আরও ৫ টুকরো ছবি সংগ্রহ করে মোট ০৬ (ছয়) জন মিলে একজন বীরশ্রেষ্ঠের ছবির সেট গঠন করতে হয় এবং ছবির পেছনে ঐ ছয় জনের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর লিখতে হয়।

কাবদের দলীয় এবং ব্যক্তিগত মেধা ও মননের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে জানা অজানা হলো 'সাধারণ জ্ঞান' বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক একটি উল্লাস। ইউনিট ভিত্তিক একটি প্রশ্নপত্র দেয়া হয় এবং ইউনিটের সকল সদস্য এই উল্লাসে অংশগ্রহণ করে। স্কাউটিং বিষয় ছাড়াও সাধারণ জ্ঞানের উপর বিভিন্ন বিষয় যেমন- মুক্তিযুদ্ধ, তথ্য প্রযুক্তি, ইতিহাস, খেলাধুলা, সাহিত্য, দেশ ও বিদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করা হয়ে এতে। মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মান অর্জনকারী ইউনিটকে পুরস্কৃত করা হয়।

সারাদিনের কর্মক্লান্তি দূর করে নির্মল আনন্দ পাওয়ার জন্য 'ক্যাম্প ফায়ার' বা তাঁবু জলসায় অংশগ্রহণ করে কাব স্কাউটরা। ইউনিট ভিত্তিক ও কন্টিনজেন্ট ভিত্তিক দু'টি ভাগে কাবরা এতে অংশগ্রহণ করে। ক্যাম্প ফায়ারে দেশাত্মবোধক গান, আঞ্চলিক গান, নৃত্য, জারী সারি, নাট্যাভিনয়, লোকনৃত্য, লোকগীতি পরিবেশন করা হয়। ভিলেজ থেকে বাছাইকৃত উপস্থাপনাসমূহ গ্রান্ড ক্যাম্প ফায়ারে পরিবেশনের সুযোগ লাভ করে। ক্যাম্পুরীর বিভিন্ন কার্যক্রমে উপস্থিত অতিথিগণ মুগ্ধ হন কাবদের আনন্দ, উচ্ছ্বাস আর দক্ষতায়।

২২ জানুয়ারি ২০১৬ বিকাল ২-৩০ মিনিটে মনযূর উল করিম অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় 'শাপলা কাব রি-ইউনিয়ন'। রি-ইউনিয়নে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান জাতীয় কমিশনার মুহ. ফজলুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া।

২৪ জানুয়ারি বিকেল ৩.০০ টায় মনযূর উল করীম অডিটোরিয়ামে 'উডব্যাজ রি-ইউনিয়ন' অনুষ্ঠিত হয়। উডব্যাজ রি-ইউনিয়নে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) মু. তৌহিদুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলন: অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর আয়োজন, ব্যবস্থাপনা, অংশগ্রহণকারীগণের নিরাপত্তা, খাদ্য, আবাসনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ২১ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখ, বৃহস্পতিবার, সকাল ১১.০০ টায় জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. মোজাম্মেল হক খান সহ অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মোঃ নজিবুর রহমান, বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) আখতারুজ্জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার ও নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মজিবর রহমান মান্নান। এছাড়া ক্যাম্পুরী চলাকালে ক্যাম্পুরী এলাকায় স্থাপিত মিডিয়া সেন্টারে দ্বিতীয় দফায় 'সাংবাদিক সম্মেলন' এর আয়োজন করা হয়। এতে সাংবাদিকদের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করেন জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) কাজী নাজমূল হক, জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক) মো. আতিকুজ্জামান রিপন ও বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মজিবর রহমান মান্নান। সাংবাদিক সম্মেলনে গাজীপুর জেলা ও কালিয়াকৈর উপজেলার প্রেস ক্লাব এর নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলন শেষে সাংবাদিকগণ ক্যাম্প এলাকা ঘুরে দেখেন এবং অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউট ও লিডারদের সাথে কথা বলে ক্যাম্পুরী প্রসঙ্গে তাদের অভিব্যক্তি জানেন।

কাব স্কাউটিংয়ের শত বছরের উষালগ্নে বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো- অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী। দেশের সকল উপজেলা থেকে বাছাইকৃত ৮৪০টি কাব স্কাউট ইউনিটের কাব স্কাউট, কাব লিডার ও ক্যাম্পুরী অফিসিয়ালদের পদচারনায় কর্মব্যস্ত হয় মৌচাকের স্কাউট অঙ্গন। ক্যাম্পুরী থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউটরা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে সমাজ ও দেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রতিবেদক:
ফরহাদ হোসেন
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

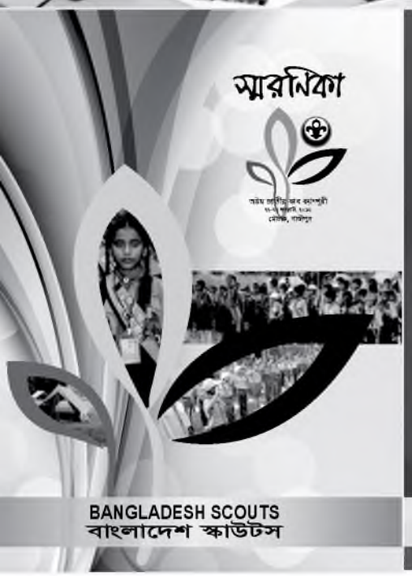

বিটিভি'তে ক্যাম্পুরী বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান জাতীয় কমিশনার, ক্যাম্পুরী সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) এবং নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ স্কাউটস

ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টমিডিয়ায় ৮ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

"আমরা করব জয়" থীম নিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে ২২- ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী । ক্যাম্পুরীর প্রচার, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টশনের জন্য জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস কে আহবায়ক ও জনাব এ এইচ এম শামছুল আজাদ, উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস কে সদস্য সচিব করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ কমিটি গঠন করা হয়।

উক্ত কমিটি চারটি সভায় মিলিত হয়ে পকিল্পনা প্রণয়ন সহ প্রচার ও প্রচারনায় অনন্য ভূমিকা পালন করে। কমিটি ক্যাম্পুরীর বহুল প্রচারের লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশন, প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক ও অন লাইন মিডিয়া সহ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা চালায়। ৮ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর শিরোনামে একটি আলাদা ওয়েভ সাইট তৈরী ও ফেইস বুক একাউন্ট খুলে ক্যাম্পুরীর তথ্য, ছবি ও সংবাদ প্রকাশ করা হয়। এর মাধ্যমে দেশে-বিদেশে স্কাউটিং ও ক্যাম্পুরীর গুরুত্ব ও প্রচারণা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও ঢাকা, গাজীপুরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যানার ও ফেস্টুন টাঙিয়ে ক্যাম্পুরীর প্রচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার, ক্যাম্পুরী সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক) এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) অংশগ্রহণে ক্যাম্পুরী বিষয়ে ২০-২৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ টেলিভিশন, জিটিভি, এশিয়ান টিভি এ মোট ০৫টি আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এর মাধ্যমে সর্বসাধারণের কাছে ক্যাম্পুরীর বার্তা ও তথ্য পৌছে স্কাউটিংয়ের ভাবমূর্তি উজ্জল হয়েছে। অনলাইন দর্শকদের জন্য ইউটিউভ এর মাধ্যমেও ক্যাম্পুরীর প্রচারণা চালানো হয়। ক্যাম্পুরীর অনুষ্ঠানাদি ও গুরুত্বপূর্ণ অংশের ভিডিও চিত্র ইউটিউভ এ আপলোড করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

জিটিভি'তে ক্যাম্পুরী বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)

ক্যাম্পুরীর সচিত্র সংবাদ প্রচার ও ডকুমেন্টেশনের জন্য ১২ সদস্যের দক্ষ একটি মিডিয়া টীম গঠন করা হয়। ক্যাম্পুরী এরিনায় স্থাপন করা মিডিয়া সেন্টার। মিডিয়া সেন্টার থেকে ক্যাম্পুরী সকল তথ্য ও সচিত্র নিউজ জাতীয় প্রচার মাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। সাংবাদিকগণের জন্য রাখা হয় অনলাইন সুবিধা। ক্যাম্পুরীর প্রচার ও প্রসারের জন্য নেয়া হয় মিডিয়া পার্টনার। দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক অবজারভার, বিডি নিইজ ২৪. কম ও দেশটিভি ক্যাম্পুরীর মিডিয়া পার্টনার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ক্যাম্পুরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশন সরাসারি সম্প্রচার করে। দেশের ১৪ লক্ষ স্কাউট ও দেশবাসী অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ লাভ করে। কমিটির ব্যবস্থাপনায় ক্যাম্পুরীর পূর্বে ২১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় এবং ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইলেট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার প্রতিনিধিদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পুরী চলাকালীন প্রতিদিনই দেশের সকল প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক অনলাইন মিডিয়া গুরুত্ব সহকারে ক্যাম্পুরীর সচিত্র সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করে।

এশিয়ান টিভি'তে ক্যাম্পুরী বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিশনার (সংগঠন)

ক্যাম্পুরীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী, মুখ্য সচিব, প্রধান জাতীয় কমিশনার, শিক্ষা সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিবসহ বাংলাদেশ স্কাউটসের অন্যান্য কর্মকর্তাদের বাণী ও লেখা সম্বলিত মনোজ্ঞ একটি স্মরণিকা প্রকাশ ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ক্যাম্পুরী চলাকালীন দুইটি সচিত্র সমাচার প্রকাশ করে সকল অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রদান করা হয়েছে। ক্যাম্পুরীর প্রতিদিনের কার্যক্রম ভিডিও ধারণ করে চুম্বক অংশ নিয়ে সিডি তৈরী করে সকলের হাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করার পূর্বেই তা কমিটির পক্ষ থেকে তুলে দেয়া হয়। ক্যাম্পুরীর ছবি সংগ্রহের জন্য মিডিয়া টীম দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সকল ছবি ফেইস বুক ও ফ্লিকারে আপলোড করে রাখে। যাতে আগামী এক বছরের মধ্যে অংশগ্রহকারীরা তাদের পদন্দের ছবি যেকোন সময় আপলোড করতে পারে।

বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় ক্যাম্পুরী খবরাখবর ও চিত্র প্রকাশিত হয়

ক্যাম্পুরী গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ (জিডিভি)

২২-২৭ জানুয়ারি,২০১৬ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী। ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণকারীদেরকে বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্যাম্পুরী এলাকায় মৌচাক স্কাউট উচ্চ বিদ্যালয়ে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে জিডিভি (Global Development Village) স্থাপন করা হয়। ভিলেজে পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইসিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র বিমোচন, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিকল্প এনার্জি ইত্যাদি বিষয়ক কার্যক্রম প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এছাড়াও জিডিভি এলাকায় পুতুলনাচ, নাগরদোলা, বায়োস্কোপ ও যাদ পৃথক স্থানে আয়োজন করা হয়েছে। এতে করে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অংশগ্রহণকারীগণ এদেশের কৃষ্টি ও কালচার এর সাথে পরিচিত হয়ে বেড়ে উঠার অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। ক্যাম্পুরী প্রোগ্রামের উল্লাস ৭ এর (২:৩০-৪:৩০) সময় ব্যতিত প্রতিদিন সকাল ৮:০০ টা থেকে রাত ৮:০০ টা পর্যন্ত উক্ত প্রদর্শনী জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় । জিডিভিতে প্রতিদিন বিপুল দর্শকের সমাগম ঘটেছে। ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণকারী ও দর্শকদের নির্মল আনন্দ লাভের জন্য প্রতিদিন মুক্তমঞ্চে কাবদের নৃত্য ও গানের আয়োজন ছিল মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনা।

ক্যাম্পুরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ২৩ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখ বিকেল ৪-০০ টায় জিডিভির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি জনাব আবু আলম মোঃ সহিদ খান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দসহ বক্তব্য রাখেন ক্যাম্পুরী জিডিভি কমিটির আহবায়ক জনাব মোঃ শাহ্ কামাল, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনারবৃন্দ, জাতীয় উপ কমিশনারবৃন্দ, জিডিভিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রায় তিন হাজার পাঁচশত কাব স্কাউট ইউনিট লিডার ও স্কাউট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

ক্যাম্পুরী জিডিভিতে বাংলাদেশ স্কাউটসের স্টলের পাশাপাশি আঞ্চলিক স্কাউটসের স্টল স্থাপন করা হয়। জিডিভিতে দিনাজপুর ও এয়ার অঞ্চল ব্যতীত সকল অঞ্চল স্টল পরিচালনা করে আঞ্চলিক ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যবাহী খাবার, পোশাক, কাব স্কাউটিং কার্যক্রম তথ্য ও ছবি ইত্যাদি তুলে ধরে।

জিডিভি'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি বক্তব্য রাখছেন অন্যান্যদের মধ্যে, প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), সভাপতি স্কাউটসের সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কমিটি উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশ স্কাউটসের স্টলে স্কাউটিং কার্যক্রম , স্কাউট উপকরণ, সচিত্র প্রতিবেদন, বই, ব্যাজ, অ্যাওয়ার্ড, পোস্টার, বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি বাংলাদেশ স্কাউটসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী সকল সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার ও বর্তমান জাতীয় কমিশনারগণের পরিচিতিসহ ছবি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয় । জিডিভিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম সর্ম্পকে ধারণা দেয়ার জন্য একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় । এ পুস্তিকা কাব স্কাউট, ইউনিট লিডার,স্কাউটার, অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান এবং দর্শনার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

জিডিভিতে বিভিন্ন স্টলে কাব স্কাউট ও দর্শনার্থীদের জন্য খেলাচ্ছলে শিক্ষার আয়োজন করা হয়। সরকারের দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ দুর্যোগ মোকাবেলা সর্ম্পকে ফিল্ম শো প্রদর্শন করে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তাদের কার্যক্রম বিষয়ে ফিল্ম শো প্রদর্শন করে। সার্বিকভাবে জিডিভিতে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিষ্ঠান তাঁদের কার্যক্রম উপস্থাপনের মাধ্যমে জিডিভিকে আকর্ষণীয়, শিক্ষণীয় ও উপভোগ্য করে তুলেছে।

২৭ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখ বিকেলে সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জিডিভির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় । সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আফজাল হোসেন, সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস, অনুষ্ঠারে সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ শাহ কামাল।

জিডিভি'র সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার সচিব, প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

■ **প্রতিবেদক:** মোসাঃ মাহফুজা পারভীন
উপ পরিচালক, গার্ল-ইন স্কাউটিং ও এক্সটেনশন স্কাউটিং
বাংলাদেশ স্কাউটস

ব্যবসায়ী সর্বশান্ত!

এক ফ্ল্যাক্সিলোড ব্যবসায়ীর নানা বিরম্বনার কথা বলি।এটা সত্য ঘটনা। শুধু নাম, ঠিকানা বেঠিক। রহম আলী বেকুবপুর বাজারে নিজের পৈত্রিক জমিতে একটা ছোট্ট দোকান খুলে ব্যবসা শুরু করে ১৯৯৮ সালে। বিভিন্ন অপারেটরের মোবাইল সীমকার্ড, মোবাইল ফোন সেট, রিচার্জ কার্ড, ফ্ল্যাক্সিলোড বিক্রি করে মোটামুটি চলছিলো রহম আলীর।

এক সময় বাজারে এলো ঢাকা ফোন কোম্পানীর ল্যান্ড ফোন। নতুন ঐ কোম্পানীর সেলস সুপারভাইজার আখলাক হোসেন আর সেলসম্যান কবির হোসেন স্যুটেড বুটেড হয়ে এলেন রহম আলীর ছোট্ট দোকানে।ল্যান্ড ফোনের কারিশমা বোঝাতে লাগলেন রহম আলীকে। সারাদেশে রমরমা ব্যবসা করছে ঢাকা ফোন কোম্পানী, টিএন্ডটির ফোন তো আগেই পাততাড়ি গুটিয়েছে, মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলোও নতুন এই ফোনের কাছে কুপোকাত। সব শুনেও রহম আলী কোন ভাবেই ঐ কোম্পানীর পন্য বিক্রি করতে রাজী হয়না।তার মন কেন যেন সায় দেয়না। তার কেবলই মনে হয় ওটা হায় হায় কোম্পানী হবে।আখলাখ হোসেন গং যেন নাছোড় বান্দা।রহম আলীকে বড়লোক বানিয়েই ছাড়বে তারা।প্রতি সপ্তাহেই আসে লাখ লাখ-কবীর জুটি। এভাবেই চলতে থাকলো কয়েক মাস।একসময় রহম আলী তাদের কিছু কিছু সেট, কার্ড কিনে বিক্রি করতে শুরু করলো। একসময় বিক্রি বাড়তে থাকায় ঢাকার হেড অফিসে গিয়েও পন্য এনে বিক্রি করতে শুরু করলো সে।আখলাক হোসেনও ততদিনে কোম্পানীর অনেক বড় পদে প্রমোশন পেয়েছেন।

কিন্তু রহম আলীর মনের মধ্যে কূটচিন্তা লেগেই রইল। এই কোম্পানীর পন্য ব্যবসায় মন টানে না। রহম আলী মনে মনে যা ভেবেছিলো তাই হলো। একদিন ঢাকা ফোন কোম্পানীই বন্ধ হয়ে গেল। তার দোকানে তখন লক্ষ লক্ষ টাকার পন্য জমে রয়েছে।কবির হোসেন আশ্বাস দেয় সরকার খুব শীঘ্রই কোম্পানী চালু করে দিবে।পন্যগুলো রেখে দেয় যত্ন করে। মাস যায় বছর যায় কোম্পানী আর চালু হয় না।ফোন সেট গুলোতে মরিচা ধরে যায়। কার্ডগুলো তেলাপোকা আর ইঁদুরে খেয়ে নেয়।রহম আলী আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করে।

পত্রিকা পড়া আর টেলিভিশন দেখার বাতিক ছিলো রহম আলীর।প্রতিদিন দেশ বিদেশের খবর তার জানা চাই। পত্রিকা আর

টেলিভিশনে নতুন আর একটা বিজ্ঞাপন চালু হলো। নাম তার বিকাশ। ব্রাক ব্যাংকের একটা প্রকল্প। গ্রামীন, বাংলালিঙ্ক, রবি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টাকা লেন দেন করে। মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ টাকা লেন-দেন। চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে আর ঢাকা ফোনের অভিজ্ঞতা স্মরন করে রহম আলী। বার বার ঠকে কিন্তু শিক্ষা তার হয় না।মানুষকে খুব বিশ্বাস করে সে। মনকে বোঝায় সে, রাস্তায় গাড়ী বের করলে এক্সিডেন্ট হতেই পারে। তাই বলে কি কেউ গাড়ী রাস্তায় বের করে না? ব্যবসা করলে লাভ ক্ষতি হতেই পারে। তাই বলে কি ব্যবসা করবে না মানুষ? এমনি ভাবতে ভাবতে খোঁজ নিতে শুরু করে বিকাশের।বিকাশ কোম্পানীর স্থানীয় পাইকার লিমনের চান্দনা এলাকার অফিসে গিয়ে ঢুঁ মারে সে। একটা সীম ধরিয়ে দেয় লিমন। কোম্পানীর লোকজন মাঝে মাঝে আসে যায়। নগদ টাকা নিয়ে বিকাশ ব্যালেন্স দিয়ে যায়। মাঝে মাঝে রহম আলী নিজে পাইকারের ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা দিয়ে আসে। তারপর বিকাশ ব্যালেন্স পায়। ব্যবসা যখন কিছুটা বুঝে নিয়েছে সে। লগ্নি কিছুটা বাড়িয়েছে।এমন সময় পাইকার বদল হয়ে গেল। পাইকার লিমনের কাছ থেকে ব্যবসা ছিনিয়ে নিয়ে এলো রতন দেওয়ান। এলাকায় মোটামুটি প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিন্তু লোভী প্রকৃতির মানুষ। রহম আলীর মনে আবার কূচিন্তা ঢুকে গেল। রতন দেওয়ানের সাথে ব্যবসা করা কি ঠিক হবে? সে তো লোক ভালো না। আল্লাহ আল্লাহ করে আরো ছয় মাস ব্যাবসা চললো। হঠাৎ নেমে এলো অমানিষার অন্ধকার। সকালে রতন দেওয়ানের লোক ১লাখ ৬৫ হাজার টাকা নিয়ে গেল। বিকালে ব্যালেন্স পাঠিয়ে দিলে মোট ব্যালেন্স হলে একলাখ ৬৮ হাজার টাকা। আসরের নামাজের পর কর্মচারী দেখে তার বিকাশ সীম অচল।কর্মচারীর কাছে খবর শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে রহম আলী। কি করবে এখন সে? রতন দেওয়ানের অফিসের ২/৩ জনের মোবাইল নাম্বার ছিলো তার কাছে। সবগুলো নাম্বারই বন্ধ পায়। রাতটা কোন রকম কেটে গেলে যোগাযোগ করে গ্রামীন ফোনের অফিসারদের সোথে। ২/৩ ঘন্টা পর তারা রিপোর্ট দেয় আপনার সীম কোনাবাড়ি থেকে তুলে নিয়েছে অন্য জন। কে তুলে নিলো? কিভাবে তুলে নিয়েছে? জানতে জানতে দুপুর গড়িয়ে গেল, হদিস পাওয়া গেল না। রহম আলী সীমটা আবার নিজে তুলে নিয়ে দেখে বিকাশ ব্যালেন্স ৬ হাজার টাকা রয়েছে। এক লক্ষ ৬২ হাজার টাকাই লাপাত্তা। খবর নিয়ে জানতে পারলো, অনেক বিকাশ ব্যবসায়ীই ব্যবসা করতে গিয়ে এভাবে সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে। এবার বিকাশ ব্যবসাও বাদ দিলো রহম আলী। এবার হাতে থাকলো গ্রামীন ফোনের সীমটা।যে সীম দিয়ে বিকাশ ব্যবসা করতো সে। মনের দু:খ মনে চেপে রেখে সীমটা ব্যবহার করতে থাকে সে। ঐ সীমটার ইতিহাস যখন প্রায় ভুলতে বসেছে রহম আলী।একদিন অপয়া সীমসহ মোবাইল সেটটা এক ছিনতাইকারী বাসের জানালা পথে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।রহম আলীর কাছে মনে হলো তার ভিটে মাটিও যেন হারিয়ে গেল। সম্ভব সবখানে খবর নিতে থাকলো সে।সীমটাও যদি তোলা যেত! জেদ চেপে গেল তার সীমটা তার উঠাতেই হবে।আবারো প্রতারিত হলো সে। গ্রামীন ফোন তাকে সীমটা দিবে না। দেখালো রাজ্যের আইন কানুন। বললো সীমটার রেজিস্ট্রেশন হয়ে আছে মারফত আলীর নামে। ৫ বছর ধরে সীমটা ব্যবহার করার পর এই হলো খবর।

রহম আলী এখন আর নিজে ব্যবসা করে না।কর্মচারীরা তার ব্যবসা চালায়। লাভ হয় না ক্ষতি হয় খবর নেয় না সে।ব্যবসার প্রতি তার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। সে শুধু ভাবে কেন এমন হলো?

পাঠক বন্ধুদের কাছে প্রশ্ন- কেন এমন হলো রহম আলীর?

লেখক: **মীর মোহাম্মদ ফারুক**
মফস্বল সাংবাদিক, বগুড়া

মাসিক "অগ্রদূত" পত্রিকার ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য লেখা আহবান

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাসিক মুখপত্র "অগ্রদূত" চলতি বছর জানুয়ারি মাসে প্রকাশনার ৬০ বছরে পদার্পণ করেছে। এই উপলক্ষে আগামী মে, ২০১৬ মাসে সম্পূর্ণ রঙ্গিন একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। মাসিক "অগ্রদূত" এর এই বিশেষ সংখ্যায় আপনার কোন লেখা প্রকাশে আগ্রহী হলে তা আগামী ২০ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানাই অথবা (probangladeshscouts@gmail.com) ই-মেইলে প্রেরণ করা যেতে পারে। কেবলমাত্র নির্বাচিত লেখাসমূহ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

বিশেষ সংখ্যার মূল্য : ১০০.০০ (একশত) টাকা

–সম্পাদক

ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস
আন্তর্জাতিক এ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রাম

– মো.আল-আমিন –

বর্তমান বিশ্বে একটি অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দেশ হিসেবে ক্রমেই শক্ত অবস্থানে পৌঁছে যাওয়া ভারত এতদঅঞ্চলে সবাইকে বিশেষভাবে কৌতূহলী করে। তরুণ প্রজন্মের একজন হিসেবে আমাকে বার বার উৎসাহী করেছে ভারত। তাই ভারত সফর ছিলো আমার কাছে স্বপ্নের মতো। এই স্বপ্নপূরণের বার্তা এলো বাংলাদেশ স্কাউটসের মাধ্যমে। উদ্দেশ্য ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস কর্তৃক আয়োজিত ১৮তম আন্তর্জাতিক এ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ। ভিসা পেয়েই মনে হলো যেন শাশ্বত ভারতের সুমহান ঐতিহ্যের সাথে আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছি। বাংলাদেশী প্রতিনিধি দলে ছিলো ৭ জন রোভার স্কাউট ও ২ জন রোভার স্কাউট লিডার। অনেক প্রতীক্ষার পর ৩০ জানুয়ারি ভারতের সীমানায় প্রবেশ করেই সমস্বরে হুল্লোড় দিলাম। তারপর কলকাতা। কলকাতায় ২ দিনের সফরে একে একে দেখলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, সায়েন্স সিটি, ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি। এক ফাঁকে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় যাই। মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারি উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার জন্য আমরা হাওড়া রেল স্টেশনে পৌঁছাই। পথে নজর কাড়ে গঙ্গার ওপরে হাওড়া ব্রিজ ও সল্টলেকের মনোরম দৃশ্য। দীর্ঘ রেল ভ্রমণ শেষে আমরা ১ ফেব্রুয়ারি রাতে মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারিতে পৌঁছাই। ভারতের অন্যতম বৃহত্তম রাজ্য মধ্যপ্রদেশ-ভারতের হৃদয়ভূমিও বটে। পাহাড় ও পর্বতমালার স্নিগ্ধ পরিবেশের সঙ্গে নানা অভয়ারণ্যের নিজস্ব সৌন্দর্য ও সেই সঙ্গে শত-সহস্র বছরের ইতিহাসের নানা স্বর্ণযুগের স্মৃতি-নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে মধ্যপ্রদেশের সর্বত্র। মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারিকে বলা হয় ট্রেকারদের স্বর্গরাজ্য। এখানেই গড়ে ওঠেছে ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডসের জাতীয় এ্যাডভেঞ্চার ইনস্টিটিউট। প্রতিবছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রামগুলো এখানেই অনুষ্ঠিত হয়।

এ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীগণ

জাতীয় এ্যাডভেঞ্চার ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে পৌঁছার পর প্রোগ্রাম আয়োজকদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় সিক্ত হলাম। ইনস্টিটিউটের বিপি মেমোরিয়াল গাইডস ভবন আমাদের পরবর্তী ৭ দিনের ঠিকানা। পরদিন সকালে রিপোর্টিং শেষে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৫৫৩ জন ভারতীয় অংশগ্রহণকারী ও আয়োজকদের সামনে আমরা গান গাই ধনধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা। ২ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রামে আমরা ট্রেকিং এর ফাঁকে ফাঁকে বিখ্যাত রীচগড় (পাথুরে গুহা), ডাচেস জলপ্রপাত, পান্ডবগুহা, জাতীয় সাতপুরা পার্ক, জটাশঙ্কর মন্দির, বটেচ্চার উপত্যকা ঘুরে দেখি। প্রোগ্রামের

সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিলো দড়ি বেয়ে উঁচু পাহাড় থেকে নামা। কিন্তু তরুণ যুবাদের কাছে তাও ছিলো অনেক বেশি উপভোগ্য। বিভিন্ন দিনে আমরা বোটিং, তীর নিক্ষেপ, ঘোড়া চালনা, পিস্তল ও রাইফেল শুটিং প্রভৃতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি। সারাদিনের ক্লান্তিকে ভারতীয় বন্ধুরা মুছে দেয় তাঁবুজলসা অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে। বৈচিত্র্যময় ভারতীয় সংস্কৃতির নান্দনিক উপস্থাপনা আমাদের মোহাবিষ্ট করে রাখে প্রোগ্রামের কয়েকটি দিন। ভারতীয় বন্ধুদের অতুলনীয় অতিথিসেবার পরশ পেয়ে আমাদের প্রোগ্রামের ষোলআনা পরিপূর্ণ হয়। মহা তাঁবুজলসা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডসের প্রধান জাতীয় কমিশনার বি আই নাগারাল বলেন, দুই দেশের সাধারণ জনগণের চরিত্র এবং সংস্কৃতিতে ব্যাপক মিল রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ একই সঙ্গে উন্নতির পথে হাঁটতে পারে। এজন্য দুদেশের সরকার ও জনগণের পরস্পরকে জানা ও বোঝা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক এ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডসের ছোট প্রয়াস মাত্র। শেষদিন আমরা ভারতীয় বন্ধুদের সাথে স্কার্ফ, ওয়াগল, মুদ্রা ও অন্যান্য স্মারক দ্রব্য বিনিময় করি। ৮ ফেব্রুয়ারি সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে আমরা দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা দেই। সেখানে ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডসের জাতীয় সদর দফতরের অতিথিশালায় অবস্থান করি। দিল্লীতে ৩ দিন অবস্থানকালে আমরা লাল কেল্লা, মহাত্মা গান্ধী সমাধি, সংসদ ভবন, ইন্ডিয়া তোরণ, ইন্দিরা গান্ধী জাদুঘর, কুতুব মিনার, দিল্লী জামে মসজিদ এর স্থাপত্যশৈলী, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা আমাদের মুগ্ধ করে। এরই মধ্যে আগ্রায় গিয়ে দেখি তাজমহল, আগ্রা দুর্গ, ফতেহপুর সিক্রি। এ যেন বছরের পর বছর শুনে আসা অত্যাশ্চর্যগুলোকে নিজের চোখে দেখা। ১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ফিরে আসি। কলকাতা থেকে মাতৃভূমি বাংলাদেশে পৌঁছানো অবধি মনের মধ্যে হাজার রকম ইচ্ছে, অনুভূতি আর স্বপ্নেরা ভিড় করেছে। প্রতিবেশী দেশের সাফল্যগাঁথা খুব কাছ থেকে দেখে নিজের দেশের জন্য দায়িত্ব অনুভব করেছি। মনে মনে বলেছি, আমরাও পারবো। এই ১৪ দিনের ভ্রমণে আমরা ভারত বাসীর যে আন্তরিক ও সৌহার্দপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি, শাশ্বত ভারতবর্ষের যে সুমহান ঐতিহ্যে আমরা ঋদ্ধ ও পরিপুষ্ট হয়েছি তার জন্য ভারত সরকার, ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এবং ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

লেখক: প্রাক্তন সিনিয়র রোভার মেট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ

কিডনির ক্ষতি হয় যে ১০ কারণে

প্রতিবছর দুনিয়াজুড়ে লাখ লাখ মানুষ মারা যান কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে। শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিডনি। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না কীভাবে এর সঠিক যত্ন নিতে হয়, কীভাবে কিডনির ক্ষতি এড়িয়ে দৈনন্দিন জীবনযাপন করতে হয়। প্রতিদিনের জীবনে আমরা এমন অনেক কিছুই করি যা কিডনির জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। অর্গানিক হেলথ ডটকম এক প্রতিবেদনে এমন ১০ কারণের কথা জানিয়েছে।

পর্যাপ্ত পানি পান না করা

প্রতিদিন যেসব কারণে কিডনির ক্ষতি হয় তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ কারণটি হলো পর্যাপ্ত পানি পান না করা। কিডনির অন্যতম প্রধান কাজ শরীর থেকে পরিপাক প্রক্রিয়ার বর্জ্য অপসারণ করা এবং লোহিত রক্তকণিকার ভারসাম্য রক্ষা করা। কিন্তু পর্যাপ্ত পানি পান না করলে যকৃত-এর রক্তপ্রবাহ কমে যায়। এর ফলে রক্তে দূষিত রাসায়নিক জমা হতে থাকে।

দীর্ঘক্ষণ প্রস্রাব না করে থাকা

দীর্ঘক্ষণ প্রস্রাব না করে থাকা প্রাত্যহিক সমস্যাগুলোর একটা। বিশেষত পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেটের অভাবে শহরাঞ্চলের নারীরা এই সমস্যায় বেশি ভোগেন। দীর্ঘক্ষণ মূত্রাশয় পূর্ণ করে রাখা শরীরে নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। পেশির ওপর চাপ থেকে ডাইভারটিকিউলোসিসের মতো জটিল রোগ হতে পারে। এ ছাড়া দীর্ঘক্ষণ প্রস্রাব না করা থেকে হাইড্রোনেফ্রোসিস বা কিডনিতে প্রস্রাবের চাপ বেড়ে যাওয়ার সমস্যা তৈরি হয়। এসব থেকেই কিডনি কর্মক্ষমতা হারায় এবং ডায়ালাইসিস প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

বেশি লবণ খাওয়া

বিভিন্ন খাবার-দাবারে মিশে থাকা লবণকে পরিপাক করা কিডনির আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রান্না করা বা প্যাকেটজাত খাবারে ব্যবহার করা লবণ আমাদের শরীরে সোডিয়ামের বড় উৎস। কিন্তু পরিপাকের মধ্য দিয়ে এই সোডিয়ামের বেশির ভাগটাই বর্জ্য হিসেবে শরীর থেকে বের করে দিতে হয়। আমরা যখন বেশি বেশি লবণ খাই, তখন এই সোডিয়াম প্রক্রিয়াজাত করা নিয়ে কিডনিকে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। এতে কিডনির ওপর প্রবল চাপ পড়ে।

ক্যাফেইনে বেশি আসক্তি

তৃষ্ণা পেলে আমরা অনেক সময় পানি পান না করে নানা ধরনের কোমল পানীয় পান করি। কিন্তু এসব পানীয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যাফেইন মেশানো থাকে। অতিরিক্ত ক্যাফেইন শরীরে রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। অতিরিক্ত রক্তচাপ কিডনির ওপরও চাপ প্রয়োগ করে এবং এতে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ব্যথানাশকের প্রতি নির্ভরশীলতা

মাথাব্যথা, গলাব্যথা যা-ই হোক না কেন কথায় কথায় ব্যথার ওষুধ খাওয়ার বাজে অভ্যাস আমাদের অনেকেরই আছে। কিন্তু প্রায় সব ব্যথানাশক ওষুধেরই কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে। কিডনিসহ নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য এসব ওষুধ ক্ষতিকর। গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত ব্যথানাশক ওষুধের ওপর নির্ভরতা রক্তচাপ কমিয়ে দেয় এবং কিডনির কর্মক্ষমতা হ্রাস করে।

বেশি বেশি প্রোটিন খাওয়া

কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে লাল মাংস বা গরু-ছাগলের মাংস বেশি খাওয়া ঠিক না। বেশি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার কিডনির ওপর চাপ তৈরি করতে পারে। তবে, কিডনির সমস্যা না থাকলে বা চিকিৎসকের নিষেধ না থাকলে এমন প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া যেতে পারে।

অ্যালকোহলে আসক্তি

মদ্যপানের অভ্যাস আছে এমন অনেকেরই অনেক সময় মাত্রাজ্ঞান থাকে না। আর খুব বেশি পরিমাণে মদ পান করা কিডনির জন্য খুবই ক্ষতিকর। অ্যালকোহলে নানা ধরনের টক্সিন থাকে, যেগুলো শরীর থেকে দূর করতে কিডনির ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে যায়। ফলে কিডনি বাঁচাতে হলে অবশ্যই অ্যালকোহলে আসক্তি কমাতে হবে।

ধূমপানে আসক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের অভিমত অনুসারে ধূমপান কিডনিসহ শরীরে সব অঙ্গের জন্যই ক্ষতিকর। এ ছাড়া বিভিন্ন গবেষণাতেই ধূমপানের সঙ্গে কিডনি রোগের সম্পর্ক আছে। সুস্থ কিডনি চাইলে ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করুন।

সর্দি-কাশিকে পাত্তা না দেওয়া

সাধারণ সর্দি-কাশিকে পাত্তা না দেওয়া আমাদের অনেকেরই অভ্যাস। কিন্তু এই সর্দি-কাশিই কিডনির জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। এ ছাড়া নানা গবেষণায় দেখা গেছে কিডনির সমস্যায় ভুগছেন এমন অনেকেরই অসুস্থতার সময়ে ঠিকমতো বিশ্রাম না নেওয়ার ইতিহাস আছে।

রাত জেগে থাকা

রাত জেগে থাকা, ঘুমাতে না পারা আমাদের অনেকেরই নিয়মিত সমস্যা। কিন্তু ঘুম শরীরের জন্য নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঘুমের সময়ই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর টিস্যুর নবায়ন ঘটে। ফলে ঘুমাতে না পারার সমস্যাটা নিয়মিত চলতে থাকলে কিডনিসহ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর এই কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। এতে কিডনির স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা কমে যায়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

২০১৭ সাফ ফুটবল বাংলাদেশে

২ জানুয়ারি ২০১৬ ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর কেরালায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (সাফ)-এর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০১৭ সালে তৃতীয়বারের মতো সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করবে বাংলাদেশ। এর আগে ২০০৩ ও ২০০৯ সালে ঢাকায় বসেছিল দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্বকাপ খ্যাত সাফ ফুটবলের আসর। সাত দলকে নিয়ে আয়োজন করা হবে ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। সাফের ঐ আসরে থাকবে না আফগানিস্তান। কেরালায় অনুষ্ঠিত সাফের ঐ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০১৬ সালের শেষদিকে হবে সাফ ক্লাব কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং আগস্টে ভারতে বসবে মহিলা সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের চতুর্থ আসর।

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ২০১৬

চতুর্থ বারের মত আয়োজন ৮ জানুয়ারি–২২ জানুয়ারি ২০১৬। বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ-২০১৬ অংশগ্রহণকারী দল ছিল ৮টি– বাংলাদেশ, নেপাল, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, বাহরাইন, মালদ্বীপ, কম্বোডিয়া ও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ২৩ দল। চ্যাম্পিয়ন: নেপাল। রানার্স আপ: বাহরাইন। ম্যান অব দ্য ফাইনাল: বিমল মাগার (নেপাল)। ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট: নবযুগ শ্রেষ্ঠা (নেপাল)। সর্বোচ্চ গোলদাতা: নবযুগ শ্রেষ্ঠা (নেপাল); ৪টি।

সাকিবের কীর্তি

বাংলাদেশ ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। ব্যাট–বলে সব্যসাচী সাকিব আল হাসান জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে চার ম্যাচে টি২০ সিরিজে অবিস্মরণীয় দুই কীর্তি গড়েন। ২০ জানুয়ারি ২০১৬ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তৃতীয় টি২০ ম্যাচে তিনি তিনটি উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক তিন ফরম্যাটে ৪০০ উইকেট নেয়ার মাইলফলক স্পর্শ করেন। এরপর ২২ জানুয়ারি ২০১৬ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে চতুর্থ টি২০ ম্যাচে তিনি বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম বোলার হিসেবে টি২০ ক্রিকেটে উইকেটের হাফ সেঞ্চুরির মাইলফলক স্পর্শ করেন।

IPL'র নিলামে চার বাংলাদেশি

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ (IPL) শুরু হবে ৮ এপ্রিল ২০১৬। এর আগে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ভারতের বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হবে IPL-এ অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের নিলাম। নবম আসরে প্লেয়ার ড্রাফটে রাখা হয়েছে ৪ বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে। তারা হলেন–তামিম ইকবাল, সৌম সরকার, তাসকিন আহমেদ ও মুস্তাফিজুর রহমান।

SA গেমসের আদ্যোপান্ত

৬-১৬ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৬ ভারতের মেঘালয় রাজ্যের শিলং ও আসাম রাজ্যের গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ এশিয়া অলিম্পিক খ্যাত South Asian Games বা এসএ গেমসের দ্বাদশ আসর। SAF থেকে SA: দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের অংশগ্রহণে ১৯৮৪ সালে প্রথমবার শুরু হয় এ প্রতিযোগিতা। তখন এর নাম ছিল South Asian Federation Games বা সাফ গেমস। ২০০৪ সাল পর্যন্ত এ প্রতিযোগিতা সাফ গেমস নামেই পরিচিত ছিল। ২০০৪ সালে এর নতুন নামকরণ করা হয় এসএ South Asian Games বা এসএ গেমস, যা ২০০৬ সালে গেমসের দশম আসর থেকে কার্যকর হয়। ঐ আসরেই প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে আফগানিস্তান।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাজার শতক

প্রথম দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাজার শতকের মাইলফলক স্পর্শ করে অস্ট্রেলিয়া। ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে 'বক্সিং ডে' টেস্টের প্রথম দিনে এ মাইলফলকে পৌঁছে অস্ট্রেলিয়া। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাজারতম শতক পেতে ১৭২৫টি টেস্ট, ওয়ানডে ও টি২০ ম্যাচ খেলতে হয় অস্ট্রেলিয়াকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শতকের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইংল্যান্ড; ৯৬৭টি। ৪৫১টি ম্যাচ খেলা বাংলাদেশ এ তালিকায় ৭৭টি শতক নিয়ে আছে দশম স্থানে।

বর্ষসেরা মেসি

বিখ্যাত ফুটবল সাময়িকী ওয়ার্ল্ড সকারের ২০১৫ সালের বর্ষসেরা ফুটবলারের খেতাব লাভ করেন লিওনেল মেসি। সাংবাদিকদের ভোটে রেকর্ড চতুর্থবারের মতো এ স্বীকৃতি লাভ করেন তিনি। এর আগে ২০০৯, ২০১১, ও ২০১২ সালে তিনি ওয়ার্ল্ড সকারের বর্ষসেরা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ানের বিশেষজ্ঞদের ভোটে ২০১৫ সালের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনার আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি। ৪৯টি দেশ থেকে ১২৩ জন ফুটবল বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত একটি প্যানেল বছরের সেরা ১০০ খেলোয়াড় বেছে নেয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

তৈরি হচ্ছে মস্তিষ্কের সমকক্ষ কম্পিউটার

মানব মস্তিষ্কের রোগ নিরাময়ে সুপার কম্পিউটার! আন্তর্জাতিক একদল গবেষকের দাবি মেনে নিলে গবেষণা সফল হলে শীঘ্রই মানব মস্তিষ্কের সমকক্ষ হয়ে উঠতে চলেছে ওই সুপার কম্পিউটার।

গবেষকরা জানিয়েছেন, একটি পরিণত মানব মস্তিষ্কে প্রায় ১০ হাজার কোটি নিউরোন থাকে। আর এরা একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিটি নিউরোন প্রতি সেকেন্ডে কয়েকশো কোটি ধরনের হিসেব করে থাকে। আর প্রতি মুহূর্তে মস্তিষ্কের সব কটি নিউরোনের সম্মিলিত কর্মকান্ড এখনও রহস্যে মোড়া। আর সেই রহস্য উন্মোচনেরই চেষ্টা চলছে জার্মানিতে।

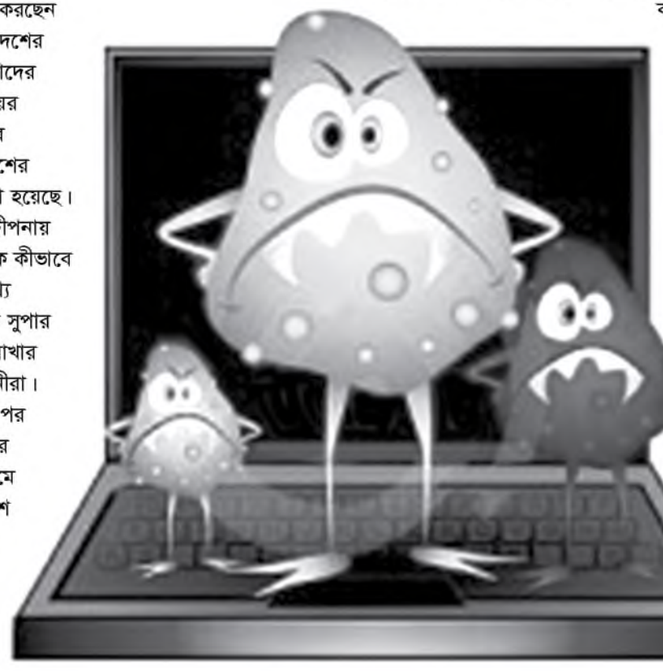

কাজটা অবশ্য করছেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা মিলে। তাদের দাবি, এমআরআইয়ের মাধ্যমে প্রথমে মানব মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের ত্রিমাত্রিক ছবি তোলা হয়েছে। এর পরে বিভিন্ন উদ্দীপনায় প্রতিটি নিউরোন ঠিক কীভাবে সাড়া দেয়, সেই তথ্য জোগাড় করে একটি সুপার কম্পিউটারে তুলে রাখার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা।

সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ওই সুপার কম্পিউটারের মাধ্যমে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ নিজেদের মধ্যে কীভাবে সংযোগ রক্ষা করে তা-ও পরীক্ষা করে দেখছেন জার্মানির ডাসেলডর্ফের বিজ্ঞানীরা।

দলের প্রধান গবেষক সুইৎজারল্যান্ডের বিজ্ঞানী হেনরি মারক্রাম জানান, বছর বারোর মধ্যেই গবেষণা শেষ হয়ে যাবে বলে তাদের আশা।

মারক্রাম জানালেন, গবেষণা সফল হলে মস্তিষ্কের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এমনকী, নিউরোনের বিভিন্ন ওষুধ মানবদেহের ওপর পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে যে সব বিধিনিষেধ আছে তা-ও থাকবে না। কারণ, এই গবেষণার ভিত্তিতে তৈরি করা যাবে রোবট, যার আচার আচরণ হবে একেবারে মানুষের মতো। ফলে এর উপরেই বিভিন্ন ওষুধের প্রভাব পরীক্ষা করা যাবে।

এর আগে মারক্রাম ও তার নেতৃত্বে এক দল গবেষক ১৫ বছর ধরে ইঁদুরের মস্তিষ্কের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করা যে এর থেকে অনেক কঠিন তা মেনে নিয়েছেন মারক্রাম।

জার্মানির সংবাদমাধ্যম মজা করে ওই গবেষক দলের নাম দিয়েছে টিম ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। কারণ গবেষকদের দাবি এই গবেষণা সফল হয়ে মস্তিষ্কের কাজকর্ম নকল করে কম্পিউটাররা নিজে নিজেই চিন্তাভাবনা করতে পারবে। এই গবেষণার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের তরফে একশো কোটি ইউরো সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রতি বছর বিশ্ব জুড়ে প্রায় দুশো কোটি মানুষ অ্যালঝাইমার্স, সিজোফ্রেনিয়া-সহ মস্তিষ্কের কোনও না কোনো রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু বেশির ভাগের রোগই সময় মতো চিহ্নিত হয় না। ফলে মস্তিষ্কের রোগের বিষয়টি ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করছে। আর তাই এই গবেষণার সাফল্যের ওপরই হয়তো নির্ভর করছে কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ। তবে ওই সুপার কম্পিউটারের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ জোগাড় করাটাই এখন সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

মারক্রামের সহকারী বিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়াকার জানালেন, কাজ চালানোর জন্য মস্তিষ্ক-যন্ত্রটির বিদ্যুৎ লাগে নামমাত্র। আর তা কাজ করে চলে নববই-একশো বছর। অথচ সেই কাজ করতে সুপার কম্পিউটারের লেগে যাবে বিপুল পরিমাম বিদ্যুৎ। রিচার্ডের মতে, মস্তিষ্ক এত কম শক্তিতে কী করে কাজ চালাতে পারে তা যদি এক বার জানা যায়, তবে হয়তো পৃথিবীর শক্তির চাহিদা মেটানোর পথ খুলে যেতে পারে।

সূত্র: ওয়েবসাইট।

বাংলা একাডেমি সম্মনসূচক ফেলোশীপ ২০১৫

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্টজনকে সম্মনসূচক ফেলোশীপ দিয়ে সম্মানিত করে বাংলা একাডেমি। ২০১৫ সালের এ ফেলোশীপ প্রদান করা হয় সাত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে। তারা হলেন–স্যার ফজলে হাসান আবেদ, ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, সাংবাদিক আবেদ খান, অধ্যাপক অনুপম সেন, মাহফুজ আনাম, শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার এবং আবু মোহাম্মদ স্বপন আদনান।

NRBtv

কানাডায় প্রথমবারের মতো সম্প্রচারে আসছে ২৪ ঘণ্টার বাংলা টিভি চ্যানেল NRBtv। শেকড়ের সাথে সংযোগ–এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পূর্ণাঙ্গ টিভি চ্যানেলটির সম্প্রচার কার্যক্রম টরন্টো, হংকং, লন্ডন এবং ঢাকা থেকে চারটি আলাদা বেজ স্টেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এছাড়া সার্ভার, ক্যাবল এবং স্যাটেলাইট–এ তিনটি মাধ্যমেই থাকবে সম্প্রচার ফিড। চ্যানেলটিতে সর্বাধুনিক HD প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে ট্রান্সমিশন কোয়ালিটি হবে খুবই উন্নত। কানাডার এ বাংলা টিভি চ্যানেলটির ২৪ ঘণ্টার সম্প্রচারে থাকবে নাটক, ফিল্ম, টকশো, লাইভ ইভেন্ট, রিয়েলিটি শো, সংবাদসহ নানা ধরনের অনুষ্ঠান। NRBtv'র লোগোর লাল সবুজের মিশেলে ফুটে উঠেছে মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবজনক অর্জনের কথা।

বাংলাদেশি গবেষকের সাফল্য

মাটি নিয়ে গবেষণায় বিরাট সাফল্য লাভ করেছেন কানাডাপ্রবাসী বাংলাদেশি গবেষক ড. ইসমাত আরা। তিনি এ গবেষণায় ৪০টি ব্যাকটেরিয়ার জাত শনাক্ত করেন, যেগুলো প্রয়োগ করে কোনো রকম রাসায়নিক ও কীটনাশক ছাড়াই দ্বিগুণ উৎপাদনে ব্যাকটেরিয়া মেশানো এ মাটি বা স্প্রে জমি ও গাছে প্রয়োগ করলে তাতে কোনো পোকা-মাকড় আক্রমণ করতে পারবে না। নতুন উদ্ভাবিত এ ব্যাকটেরিয়া মাটির ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে পারে।

যন্ত্র নিয়ন্ত্রক প্রযুক্তি আবিষ্কার

মোবাইলের ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি)-এর ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী মো. মাহাবুল হাসান জিকু। একই বিভাগে অধ্যাপক খলিলুর রহমানের তত্ত্বাবধানে জিকু এ প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে অফিস, বাসাবাড়িসহ যে কোনো ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

এসএমএসে যে শব্দ বা নির্দেশনা লেখা থাকবে তার উপর ভিত্তি করেই মূলত ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ন্ত্রিত হবে। দূরবর্তী কোনো স্থান থেকে যন্ত্র চালু করতে চাইলে on লিখে SMS করতে হবেModule-এর সাথে সংযুক্ত সিম নম্বরটিতে এবং বন্ধ করতে চাইলে একইভাবে off লিখে পাঠাতে হবে।

ক্ষুদে বিজ্ঞানী সাকিব

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের পথ চলায় সহায়ক স্মার্ট কন্ট্রোলার গ্লাস উদ্ভাবনের জন্য BCSIR উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র নাজমুস সাকিব জিতে নেয় সৌদি আরবের প্রিন্স আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর এন্টারপ্রেনারশীপ। সারাবিশ্ব থেকে ৭ ক্যাটাগরিতে ৭ জনকে এ পুরস্কার দেয়া হয়। সাকিব জিতেছে বেস্ট চাইল্ড এন্টারপ্রেনারস অ্যাওয়ার্ড।

জ্যোতির্বিদ্যায় বাংলাদেশি তরুণের সাফল্য

ইটা কারিনে'র মতো নক্ষত্র ব্যবস্থা আবিষ্কার করে জ্যোতির্বিদ্যার জগতে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন নাসার তরুণ বাংলাদেশি গবেষক ড. রুবাব খান। সূর্যের চেয়েও কয়েকগুণ বড় পাঁচ জোড়া নক্ষত্রের সন্ধান লাভ করে তার গবেষক দল। আর এ সাফল্য রীতিমতো অবাক নাসার বিজ্ঞানীরা। দীর্ঘদিন ধরেই ড. রুবাব খানের নেতৃত্বাধীন দল মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে 'ইটা কারিনে'র মতো নক্ষত্র ব্যবস্থার খোঁজে অনুসন্ধান চালিয়ে আসছেন। নাসার স্পিটলার ও হাবল টেলিস্কোপের তথ্য নিয়ে গবেষণা করেন তারা। শেষমেশ, মিল্কিওয়ের বাইরের NCC 6946, M101, M51, এবং M83 গ্যালোক্সিগুলোতে খোঁজ মেলে ইটা কারিনে'র মতো জোড়া নক্ষত্রের। তবে একটি-দুটি নয়, পাঁচ জোড়া নক্ষত্রের খোঁজ পান রুবাব খানের দল।

এ নক্ষত্র ব্যবস্থাগুলোর অবস্থান পৃথিবী থেকে এক কোটি ৫০ লাখ থেকে দুই কোটি ৬০ লাখ আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যেই। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক বৈঠকে রুবাব খান তাদের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন।

শীর্ষ আশাবাদী দেশ

বিভিন্ন দেশের বাজার গবেষণা ও জনমত জরিপ প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইনডিপেনডেন্ট নেটওয়ার্ক (WIN)/গ্যালাপ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন বা উইন/গ্যালাপ সম্প্রতি বিশ্বের ৬৮টি দেশে একটি জরিপ পরিচালনা করে। ৯ জানুয়ারি ২০১৬ প্রকাশিত ঐ জরিপ অনুযায়ী–

আশাবাদী শীর্ষ ১০ দেশ:

১.বাংলাদেশ, ২.চীন, ৩. নাইজেরিয়া, ৪.ফিজি, ৫.মরক্কো, ৬ সৌদি আরব, ৭.ভিয়েতনাম, ৮.আর্জেন্টিয়া, ৯.ভারত, ১০.পাকিস্তান।

জাতীয় শিশুশ্রম সমীক্ষা ২০১৩

জানুয়ারি ২০১৬ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় শিশুশ্রম সমীক্ষা ২০১৩ চূড়ান্ত করে। সমীক্ষা অনুযায়ী–শিশুশ্রমে নিয়োজিত রয়েছে ১৮টি খাতে ১৬,৯৮,৮৯৪ জন; এর মধ্যে মেয়ে শিশু ৭,৪৫,৬৯০ জন। শিশুশ্রম বেশি কৃষি ক্ষেত্রে ও কল-কারখানায়; প্রায় ১০ লাখ। শিশুশ্রমে নিয়োজিতদের ৫৭% কাজই অস্থায়ী। প্রায় ৭ লাখ শিশু কোনো ধরনের মজুরি পায় না। বাংলাদেশে শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে ২০১৬ সাল।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান কিন্তু শূন্যে নয়!

ব্যাবিলনের শূন্য বা ঝুলন্ত বাগান আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে ইরাকের ইউফ্রেটিস নদীর তীরে নির্মিত হয়। সম্রাট নেবুচাঁদনেজার (৬০৫-৫৬২ খ্রি.পূর্ব) সম্রাজ্ঞীর প্রেরণায় এটি নির্মাণ করেন। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যগুলোর একটি। প্রথমে নির্মাণ করা হয় বিশাল এক ভিত, যার আয়তন ছিল ৮০০ বর্গফুট। ভিতটিকে স্থাপন করা হয় তৎকালীন সম্রাটের খাস উপাসনালয়ের সুবিস্তৃত ছাদে। ভিত্তি স্থাপন করার পর মাটি থেকে এর উচ্চতা দাঁড়িয়েছিল ৮০ ফুট। এ ভিত্তির উপরেই নির্মিত হয়েছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও বিস্ময়কর এক ফুলের বাগান, যা দূর থেকে শূন্যে ঝুলন্ত বাগান বলে মনে হতো। বাগানটি পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত ছিল ১০৫০ জন মালি। ৫০০০ থেকে ৬০০০ প্রকার ফুলের চারা রোপণ করা হয়েছিল বাগানটিতে। ৮০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত বাগানের সুউচ্চ ধাপগুলোতে নদী থেকে পানি উঠানো হতো মোটা পেঁচানো নলের সাহায্যে। খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতকে এক ভূমিকম্পে এ সুন্দর উদ্যানটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

ভূমিকম্প কেন হয়?

মাটির নিচের শিলা আচমকা ভেঙ্গে মাটির তলায় প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি করে। এ শক্তি ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়লে মাটি কেঁপে ওঠে ও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

দুপুরের রোদে তাপ বেশি হয় কেন?

দুপুরের সূর্যরশ্মিকে সকালের মতো তির্যকভাবে না এসে কিছুটা সোজাভাবে এসে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত কম ঘন বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করতে হয়। আর এ সময় তাপ কম হ্রাস পায় বলে তাপও বেশি থাকে।

বায়ু অপেক্ষা পানিতে বরফ দ্রুত গলে কেন?

পানি ও বায়ুর অণুগুলো বরফের অণুর চেয়ে বেশি গতিশীল বলে এদের এক সাথে রাখলে এদের অণুগুলো বরফের অণুগুলোকে অনবরত ধাক্কা দিয়ে তরলে পরিণত করে। আবার বায়ুর চেয়ে পানির ঘনত্ব বেশি হওয়ায় পানিতে একক আয়তনে অণুর সংখ্যাও বায়ুর চেয়ে বেশি থাকে। ফলে পানি ও বায়ুতে বরফ রাখলে পানি বরফকে দ্রুত তরলে রূপান্তর করে।

কম্পিউটারের আবিষ্কার

কম্পিউটার(Computer) শব্দের অর্থ গণনাকারী যন্ত্র। এটি এমন এক যন্ত্র, যা তথ্য গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করে। সভ্যতার বিকাশ ও দ্রুত অগ্রগতির মূলে রয়েছে কম্পিউটারের প্রবল প্রভাব। খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ সালে ব্যাবিলনে আবিষ্কৃত অ্যাবাকাস থেকেই কম্পিউটারের ইতিহাসের শুরু। পরবর্তী সময়ে ১৬১৬ সালে গণিতবিদ জন নেপিয়ারের গণনার কাজে অবদান, ১৬৪২ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী ব্লেইজ প্যাসকেলের যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর আবিষ্কার, ১৬৭১ সালে জার্মান গণিতবিদ গটফ্রাইড ভন লিবনিৎজের 'রিকোনিং যন্ত্র' আবিষ্কার এবং ১৮৩৩ সালে চার্লস ব্যাবেজের 'অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন' আবিষ্কার কম্পিউটারের বিকাশ বিশেষ ভূমিকা রাখে। এভাবে বিশ শতকের মধ্যভাগে আধুনিক কম্পিউটারের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটারের নাম Mark-1। ১৯৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কারের ফলে মাইক্রো কম্পিউটারের দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। প্রথম মাইক্রো কম্পিউটার 'অলটিয়ার ৮৮০০' তৈরি করা হয় ১৯৭৫ সালে। বাংলাদেশে কম্পিউটার ব্যবহারের সূচনা হয় ষাটের দশকে এবং নব্বই-এর দশকে তা ব্যাপকতা লাভ করে। সেই সাথে কম্পিউটারের আকৃতি ও কার্যক্ষমতায় এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়। বর্তমানে অফিস, কল-কারখানা, এমনকি আবাসস্থল সর্বত্র কম্পিউটারের নানাবিধ প্রয়োগ কাজকে করেছে সহজ ও গতিশীল। বর্তমানের আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর জীবনব্যবস্থা কম্পিউটারেরই অবদান।

দীর্ঘতম গাছ

২০০৬ সালের আগস্ট মাসের আগ পর্যন্ত পৃথিবীর দীর্ঘতম গাছ ছিল ৩৬৯ ফুট উচ্চতার। ক্যালিফোর্নিয়ার হামবোল্ড রেডউডস স্টেট পার্কে অবস্থিত ঐ রেডউড গাছটির পরিচিত ছিল 'স্ট্রাটোস্ফেয়ার জায়ান্ট' নামে। তবে দুই প্রকৃতিবিদ ক্রিস অ্যাটকিন্স ও মিচেল টেইলরের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে যে, বিশ্বে স্ট্রাটোস্ফেয়ার-এর চেয়েও উচ্চতার গাছ রয়েছে তিনটি। তারা ক্যালিফোর্নিয়ার রেডউড ন্যাশনাল পার্কে ঐ তিনটি গাছের সন্ধান পান। বৈজ্ঞানিকভাবে লেজার পদ্ধতিতে তারা এগুলোর উচ্চতা নির্ণয় করেন। গাছ তিনটির মধ্যে সবচেয়ে উঁচু গাছটির নাম 'হাইপিরিয়ণ', যার উচ্চতা ৩৭৯ ফুট। এ গাছটি টিকে আছে সেই বিংশ শতাব্দীর' ৭০-এর দশক থেকে।

সর্ববৃহৎ নীলা

শ্রীলংকার রত্নপুরা শহরের খনি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় নীলকান্ত মণি। ২০১৩ সালে ১৭ কেজি ওজনের একটি পাথর খণ্ড থেকে নীলাটি বের করা হলেও সম্প্রতি এটি সম্পর্কে বিশদ জানা যায়। ১৪০৪.৪৯ ক্যারেটের তারকা খচিত নীলাটির নামকরণ করা হয়েছে The Star of Adam। এ নীলকান্ত কণিটির বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১০০মিলিয়ন ডলার।

■ তথ্য সংগ্রাহক: সালেহিন সিরাত

দেশ

০১.০১.২০১৬ ॥ শুক্রবার
- ২১তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু হয়।

০৪.০১.২০১৬ ॥ সোমবার
- ভারতের মণিপুর অঞ্চলে ৬.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাজধানী ঢাকাসহ পুরো বাংলাদেশ।

০৮.০১.২০১৬ শুক্রবার
- ৩৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- ৫০তম বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের তিনদিনের ইজতেমা শুরু হয়।

১১.০১.২০১৬ সোমবার
- ঢাকায় শুরু হয় তিনদিনব্যাপী ষষ্ঠ দক্ষিণ এশীয় স্যানিটেশন(SACOSAN) সম্মেলন।
- দু'দিনের সফরে ঢাকায় আসেন সৌদি প্রিন্স তুর্কি বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB)-এর প্রেসিডেন্ট আহমদ মোহাম্মদ আলী আল মাদানী।

১২.০১.২০১৬ মঙ্গলবার
- সরকারের দুই বছর পূর্তিতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিমান বহরে যুক্ত হয় 'মেঘদূত' ও 'ময়ূরপঙ্খী' নামের নতুন ২টি বোয়িং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ।

১৫.০১.২০১৬ শুক্রবার
- ৫০তম বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বের তিনদিনের ইজতেমা শুরু হয়।

১৬.০১.২০১৬ শনিবার
- বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করে আন্তর্জাতিক অনলাইন পেমেন্ট সেবা 'ট্রান্স পে'।

১৯.০১.২০১৬ মঙ্গলবার
- ঢাকা নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের যৌথ নরডিক দূতাবাসের উদ্বোধন হয়।

২০.০১.২০১৬ বুধবার
- দশম জাতীয় সংসদের নবম এবং ২০১৬ সালের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়।

২২.০১.২০১৬ শুক্রবার
- গাজীপুরের মৌচাকে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছয়দিনব্যাপী অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী শুরু হয়।

২৩.০১.২০১৬ শনিবার
- 'ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন' স্লোগান নিয়ে নবম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ঢাকায় শুরু হয়।

২৭.০১.২০১৬ বুধবার
- গাজীপুরের মৌচাকে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছয়দিনব্যাপী অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী সমাপ্ত হয়।

৩০.০১.২০১৬ শনিবার
- জাতিসংঘ ঘোষিত SDG অর্জনে ঢাকায় শুরু হয় দু'দিনব্যাপী সার্কভুক্ত দেশসমূহের স্পিকারদের সম্মেলন।
- চট্টগ্রামে দেশের প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং কদমতলী ফ্লাইওভারের উদ্বোধন হয়।

বিদেশ

০১.০১.২০১৬ ॥ শুক্রবার
- জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ২০১৬-১৭ মেয়াদে নতুন সদস্য হিসেবে আসীন হয় মিশর, জাপান, সেনেগাল, ইউক্রেন ও উরুগুয়ে।
- এক সন্তান নীতি বাতিলের পর চীনে 'দুই সন্তান নীতি' কার্যকর ঘোষণা হয়।

০৪.০১.২০১৬ ॥ সোমবার
- ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করার ঘোষণা দেয় বাহরাইন, সুদান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

০৫.০১.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার
- যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র আইন কঠোর করতে নির্বাহী আদেশ জারি করেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।
- উত্তর কোরিয়া ভূগর্ভে প্রথম হাইড্রোজেন বোমার সফল পরীক্ষা চালানোর কথা ঘোষণা করে।

০৯.০১.২০১৬ শনিবার
- ক্ষমতার এক বছর পূর্তিতে শ্রীলংকায় নতুন সংবিধান প্রণয়নের ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপালা সিরিসেনা।

১৪.০১.২০১৬ বৃহস্পতিবার
- গুয়েতেমালার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হন রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ সাবেক টিভি কমেডি অভিনেতা জিমি মোরালেস।
- লাইবেরিয়াকে ইবোলামুক্ত ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) দুই বছর ধরে চলা ইবোলা মহামারীর সমাপ্তি ঘোষণা করে।

- উইকিপিডিয়ার ১৫ বছর পূর্তি হয়।

১৬.০১.২০১৬ শনিবার
- তাইওয়ানে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

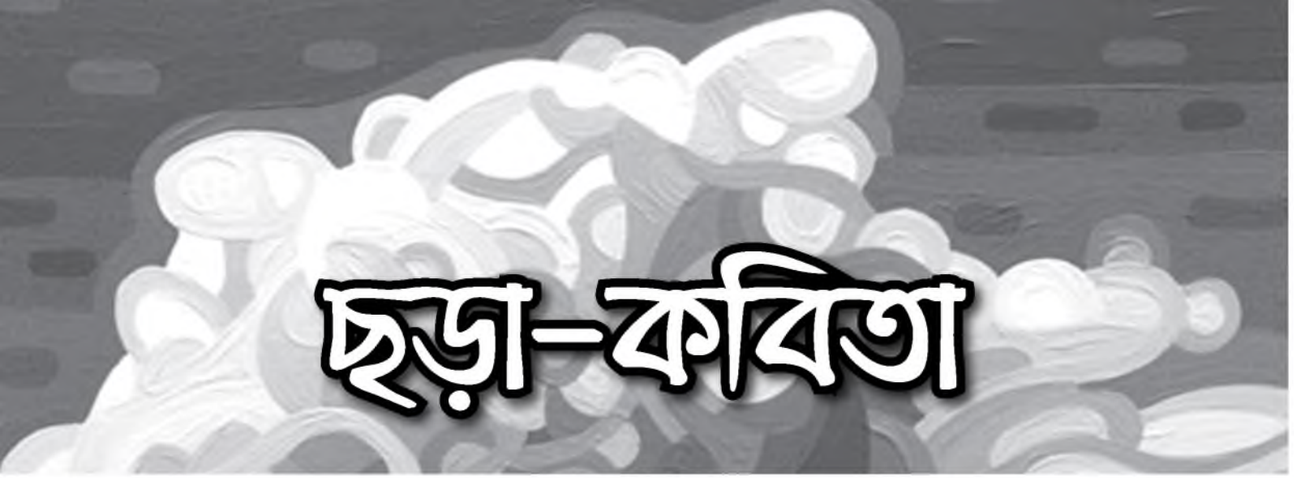

ছড়া-কবিতা

একজন বীর প্রতীক

মোঃ দেলোয়ার হোসাইন

অপলক দৃষ্টি তোমার
সীমাহীন অনন্তে তাকিয়ে
ছাড়িয়ে যাও সকলকে
সকল হৃদয় ছুঁয়ে।

এ এক কীর্তিমান পাহাড়
এ এক কীর্তিমান সমুদ্র
হাত বাড়ালেই যাকে ছোঁয়া যায়
বুকে ঠাঁই হয় সহসাই বিনম্র।

তোমাকে পাওয়ার জন্য
ব্যাকুল গ্রাম গঞ্জ
তোমাকে পাওয়ার জন্য
ব্যাকুল হয় বিশ্ব মঞ্চ।

তোমার উন্মুক্ত বুকে
বিজয়ের তিলক ভাসে
তুলে নাও বিজয় পতাকা
উড়িয়ে সুউচ্চ আকাশে।

মুক্তি চাই

শাহী সবুর

খাঁচার ভিতর আটকা থেকে
বলছে একটা শালিক,
মজার খাবার চাইনা তোমার
মুক্তি দাও হে মালিক।

বনের পাখি স্বাধীনভাবে
উড়বো বনে বনে,
তুমি কেন বন্দী করে
কষ্ট দাও এই মনে?

আমার বুলি কেড়ে নিয়ে
শিখাও তোমার কথা,
সবই তুমি বোঝ মালিক
বোঝনা মোর ব্যথা।

আমি অনেক ক্ষুদ্র পাখি
তুমি মহাজন,
আটকে রেখে কোনদিনও
পাবে না মোর মন।

মনের পরে জোর চলে না
কেন যাও তা ভুলে?
দোহাই তোমার খাঁচার দুয়ার
দাওনা এবার খুলে।

জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারগণের সমন্বয় সভা

সমন্বয় সভায় প্রধান জাতীয় কমিশনার (ছবিতে বামে) ও জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক)

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরে প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খানের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারগণের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারগণ, নির্বাহী পরিচালকসহ জাতীয় সদর দফতরে প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগ, এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের বিগত সময়ের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং আগামী জুন, ২০১৬ মাসের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

বেসিক ড্রইং কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এর আর্ট এন্ড ডিজাইন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে দিনব্যাপী বেসিক ড্রইং প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। শুধুমাত্র ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ৩০জন কাব স্কাউট এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করে। বেসিক ড্রইং কোর্সের উদ্দেশ্য ও প্রার্থনা সঙ্গীত এর মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান। বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক, দেশ বরেণ্য বিশিষ্ট শিল্পী, কার্টুনিস্ট শিশির ভট্টাচার্য্য। তিনি বক্তব্যের সাথে বোর্ড মার্কার দিয়ে সহজে ছবি আঁকার কিছু কৌশল কাব স্কাউটদের দেখান। এতে বাচ্চারা খুব আনন্দ পায় এবং সহজে কিছু ছবি আঁকা রপ্ত করেন।এরপর কাব স্কাউটদের হাতে অংকন উপকরণ তুলে দেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। প্রধান অতিথি হিসেবে কাব স্কাউটদের উৎসাহ প্রেরণা দিতে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ আব্দুস সালাম খান , তিনি বলেন কাব স্কাউটদের জন্য এধরনের প্রোগ্রামের উদ্যোগ ভাল, ভবিষ্যতে এ প্রোগ্রাম রাখার পরামর্শ দেন এছাড়া কাব স্কাউটরা যাতে সৃজনশীলতার বা সৃষ্টিশীলতার কাজে নিজেদের মনোনিবেশ করেন এ ব্যাপারে প্রেরণা দেন এবং তিনি ক্যানভাসে স্বাক্ষরের মাধ্যমে বেসিক ড্রইং প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। ক্যানভাসে স্বাক্ষরের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা ছিল বারতি আনন্দ। উদ্বোধনীর পর শুরু হয় কাব স্কাউটদের হাতে কলমে অংকন প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাবেক সিনিয়র আর্টিস্ট শিল্পী লক্ষণ কুমার সূত্রধর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের আর্টিস্ট শিল্পী সুদর্শন বাছার এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্কুল এন্ড কলেজ এর সহকারী শিক্ষক চারু ও কারুকলার শিল্পী পূর্ণিমা মণ্ডল। প্রশিক্ষরা পোস্টার ডিজাইন ও বেসিক ফর্ম ব্যবহার করে সহজে যাতে ছবি আঁকতে পারে সে সম্পর্কে ধারনা দেন।

প্রতিবেদক: মতুরাম চৌধুরী
সহকারী পরিচালক (আর্ট এন্ড ডিজাইন), বাংলাদেশ স্কাউটস

অতিথিদের সাথে বেসিক ড্রইং প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

রাজবাড়ী জেলা ৩য় স্কাউট সমাবেশ বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজবাড়ী জেলার ব্যবস্থাপনায় এবং পরিচালনায় ৩য় রাজবাড়ী জেলা স্কাউট সমাবেশ ১৫-১৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রাজবাড়ী জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ খুশী রেলওয়ে মাঠ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ আয়োজনে রাজবাড়ী জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম খান ব্যাপক ভুমিকা রেখেছেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় এ সমাবেশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

রাজবাড়ী জেলা স্কাউট সমাবেশে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার

জেলা স্কাউট সমাবেশ এর থীম নির্ধারণ করা হয় "স্কাউটিং করবো, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়বো"। ১১-১৭ বয়সী স্কাউটদের একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এ সমাবেশে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সমাবেশ উপলক্ষে "পদ্মার তীরে " নামের একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

৩০ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা তাই প্রধান এরিনার নাম বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজবাড়ী জেলার ৫ টি উপজেলা থেকে ১৬ টি গার্ল ইন স্কাউট দলসহ মোট ৬২ টি দলের মোট ৪৯৬ জন স্কাউট সদস্য সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ৬২ জন ইউনিট লিডার, ৪০ জন উপ কমিটির সদস্য, ১৪ জন রোভার সেচ্ছাসেবক এবং আমন্ত্রিত অতিথিসহ মোট ৭০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

১৬ জানুয়ারি ২০১৬ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার ও সচিব (পিআরএল) জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রাকিব হোসেন, পুলিশ সুপার জনাব জিহাদুল কবির। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজবাড়ী জেলার সম্মানীত সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম খান। ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড " সিলভার এলিফ্যান্ট" অর্জন করায় প্রধান অতিথি ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খানকে "সংবর্ধনা স্মারক" প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি বলেন-বালক বালিকাদের সুন্দর ও উন্নত মননশীলতা তৈরীর লক্ষ্যে এ ধরণের সমাবেশ আমরা নিয়মিত করতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিটি স্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

একজন স্কাউট নিজের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভের মাধ্যমে স্বীয় দক্ষতা সকলের সামনে উপস্থাপনের সুযোগ লাভ করে। একজন স্কাউট ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে অন্যের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টিসহ নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পেরেছে। সমাবেশে প্রত্যেক স্কাউট এর প্রতিভাকে ১২ টি কার্যক্রম বা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপস্থাপনার সুযোগ ছিল। এবারে ১২ টি প্রতিযোগীতা মধ্যে প্রতি ইউনিটকে নির্ধারিত ০৫ টি প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জসহ কমপক্ষে ১০টি চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে।

গ্র্যান্ড ক্যাম্প ফায়ার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ১৮ জানুয়ারি ২০১৬। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজবাড়ী জেলার কমিশনার ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ড. সৈয়দা নওশীন পর্ণিনী , বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজবাড়ী সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এম এ খালেক। সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ১৯ জানুয়ারি ২০১৬ । এতে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজবাড়ী জেলার কমিশনার ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) ড. সৈয়দা নওশীন পর্ণিনী । প্রধান অতিথি কর্তৃক ইউনিটগুলোর মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়। জাতীয় পতাকা, সমাবেশ, উপজেলা ও ইউনিট পতাকা নামানোর মধ্য দিয়ে শেষ হয় ৩য় রাজবাড়ী জেলা স্কাউট সমাবেশ।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জোন

প্রধান অতিথির সাথে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি, জাতীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকসহ জেলা স্কাউটসের কর্মকর্তবৃন্দ

ঢাকা জেলা ১ম কমডেকা ও পঞ্চদশ রোভার মুট

'প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ গঠনে রোভারিং' এই থীমকে কেন্দ্র করে সাভারের দোসাইদ একে স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চদশ ঢাকা জেলা রোভার মুট ও প্রথম কমডেকা ০৫ থেকে ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব ছিলেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস ও মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মাহমুদুল হক জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা জেলা রোভার ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা।

ঢাকা জেলা রোভারের ইতিহাসে এই প্রথম কমডেকা বা সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্পের আয়োজন হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে গ্যালান্ট্রী অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ঢাকা জেলা রোভারের ৩ জন রোভার ও ১জন গার্ল-ইন-রোভারকে মেডেল ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন প্রধান অতিথি। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তরা হলেন, রোভার মাহেনুর জাহান, মোহাম্মদ আল-আমিন কবির (পিআরএস), আব্দুল্লাহ আল আমীন রুবেল ও মেহেদী হাসান। প্রধান অতিথি সকল রোভারদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন 'তোমরা ভাল স্কাউট হতে পারলে ভাল মানুষ হতে পারবে। মুট থীম অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। আজকের তরুণরা প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ গঠনের মাধ্যমে সোনার বাংলা গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এবারের ক্যাম্পে রোভাররা সুপ্রভাত হাইকিং, ঘর সাজাই, ইয়ুথ ফোরাম, দশের লাঠি একের বোঝা, এস, ডি, জি, তথ্য প্রযুক্তি নামক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, অগ্নি নির্বাপন ও বন্যা প্রভৃতি বিষয়ে রোভারদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য দুর্যোগ মোকাবিলার একটি মহড়ার আয়োজন করা হয়। মুটের একটি চ্যালেঞ্জ ছিল তথ্য প্রযুক্তি। আইসিটি ধারণাকে কাজে লাগিয়ে রোভাররা লেখা পড়ারর পাশাপাশি ঘরে বসে যেন আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে উপার্জন করতে পারে সেই বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এছাড়া Scout.org তে আইডি খোলায় উদ্বুদ্ধ করা Massenger of peace, Networking এসব বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়। প্রতিটি চ্যালেঞ্জে রোভাররা খুব উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং সবার ভেতরে ভালো করার প্রতিজ্ঞা ছিল। একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শেষ করেছে প্রত্যেকটি চ্যালেঞ্জ। ক্যাম্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চ্যালেঞ্জ ছিল ঘর সাজাই। নিজেদের তাঁবুকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য রাত জেগে তারা মেতে থেকেছে বাঁশ ও দড়ির গেজেট তৈরিতে। প্রতিটি তাঁবুতে ছিল পৃথক পৃথক সৌন্দর্য।

প্রতিটি স্তরের রোভাররা তাদের পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে চেষ্টা করেছে। প্রচার প্রকাশনার জন্য এবারের ক্যাম্পে ২৪ ঘন্টা কাজ করেছে একটি মিডিয়া টিম। ক্যাম্পের নিরাপত্তা ছিল অটুট। নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। ক্যাম্পে সার্বক্ষনিক একটি মেডিকেল টিম ছিল।

ক্যাম্পে এসআরএম ও পিআরএসদের নিয়ে 'এসো মিলি' নামে একটি মিতালীর আয়োজন করা হয়। ঢাকা জেলা রোভারের প্রাক্তন এসআরএম ও পিআরএস বৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। ৮ ফেব্রুয়ারি রাতে মহা তাঁবুজলসা অনুষ্ঠিত হয়। অগ্নি প্রজ্জলন, আঁতশবাজি ও রোভারদের চোখ ধাধানো পরিবেশনা দেখতে এলাকাবাসি ছুটে আসেন এবং উপভোগ করেন মহাতাঁবুজলসা। ৯ ফেব্রুয়ারি সকালে সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয় এই মিলন মেলা।

■ খবর প্রেরক: মাহেনুর জাহান
গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ

সরকারি কমার্স কলেজে বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান

"আত্মোন্নয়ন ও মানবসেবায় রোভারিং" এই স্লোগানে সরকারি কমার্স কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের ৩ দিন ব্যাপি বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান গত ১৭-১৯ জানুয়ারি ২০১৬ কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ৪০ জন রোভার সহচর দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় মহাতাঁবু জলসা। গ্রুপ সম্পাদক মোঃ নুরুল ইসলাম চৌধুরীর সঞ্চালনায় এবং কলেজ অধ্যক্ষ ও গ্রুপ সভাপতি জনাব প্রফেসর মোঃ আইয়ুব ভূঁইয়া'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভারের সহ সভাপতি জনাব প্রফেসর মোঃ ইফতেখার উদ্দিন চৌধূরী। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভারের কমিশনার জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন এল. টি। অতিথি হিসাবে অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ জনাব জেসমিন আক্তার, হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর অঞ্জন কুমার নন্দী, চট্টগ্রাম কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ জনাব শুক্লা ইফতেখার চৌধুরী, রাউজান কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ এ. কে. এম আব্দুর রশীদ, হাটহাজারী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ মীর কপিল উদ্দিন, সরকারি কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ জনাব ঝরণা খানম, ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব মোঃ শাহআলম, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব মোঃ আব্দুল মুবিন, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক জনাব মোঃ জহির হোসাইন, জেলা রোভারের সম্পাদক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের চৌধুরী। আরো উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তণ সিনিয়র রোভার মেট মোঃ আতিক উল্লাহ চৌধুরী, শহিদুল ইসলাম চৌধুরী, মোঃ রায়হানুল কবির নয়ন, মোঃ ইরফান খালেদ, মোঃ শরিফুল ইসলাম তপু, বর্তমান সিনিয়র রোভার মেট আবুল কালাম আজাদ ,সহ. সিনিয়র রোভার মেট মোঃ হামিদ হোসেন ও মোঃ সোহেল সহ অন্যান্য রোভাররা। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে রোভারদের লেখা পড়ার পাশাপাশি রোভারিং এ অংশ নিয়ে আত্মোন্নয়ন ও মানবসেবায় নিয়োজিত থাকতে বলেন। অনুষ্টানে রোভার গ্রুপের পক্ষ থেকে প্রাক্তণ রোভার মোঃ আতিক উল্লাহ চৌধুরীকে স্কাউট শাখায় বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ট এ.এল.টি হওয়ায় সম্মাননা ক্রেস্ট এবং পি.এস অর্জনকারী রোভার নাজমুল হক ও রোভার জাহিদ হাসানকে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট দেওয়া হয়। ১৯ শে জানুয়রি সকাল ১০ টায় (চ্যালেঞ্জ-দেখা হইনি চক্ষু মেলিয়া) কলেজ থেকে মহামায়া সেচ প্রকল্প ও দেশের ২য় বৃহত্তম খৈয়াচরা ঝর্ণা, মিরসরাই যায। অবশেষে অংশগ্রহনকারী সকল রোভার, প্রশিক্ষক এবং আর.এস.এল মোঃ নুরুল ইসলাম চৌধুরী ও জাহিদ স্যার সহ সকলে বি.পি-এর মহান বাণী,' পৃথিবীকে যেমন পেয়েছ তার থেকে একটু উন্নতর রেখে যাওয়ার চেষ্টা কর' এই প্রত্যাশায় বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

গাইবান্ধায় স্কাউট দিবস ও বিপি'র ১৫৯ তম জন্মবার্ষিকী পালিত

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

স্কাউট দিবস ও স্কাউটসের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ গাইবান্ধায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। এ উপলক্ষে সকালে একটি র‍্যালী শহরের স্বাধীনতা প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুস সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ওই র‍্যালীর উদ্বোধন করেন। পরে স্থানীয় সরকারি মহিলা কলেজ মাঠে এক আলোচনা সভা জেলা রোভার কমিশনার আলহাজ্ব মোঃ মাহফিল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক অধ্যাপক ধীরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সহকারি কমিশনার সৈয়দ আজহারুল হক লালু, কোষাধ্যক্ষ মোঃ হাসান ফারুক, ডিআরএসএল মোঃ তামজিদুর রহমান, সহকারি অধ্যাপক মোঃ বাবুল আকতার, কাব লিডার মায়া রাণী পোদ্দার, রোভার স্কাউট লিডার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জুয়েল, মোঃ সাজেদুল হক, উম্মে হানী, সবুজ চক্রবর্ত্তী প্রমূখ। অপরদিকে সকালে নেতৃবৃন্দ শহরের নর্দাণ ইন্টারন্যাশনাল হাইস্কুলে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটেন। সেখানে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা রোভার স্কাউট নেতৃবৃন্দ। কর্মসূচিগুলোতে রোভার, গার্ল-ইন রোভার এবং রোভার নেতৃবৃন্দ অংশ নেয়।

■ খবর প্রেরক: ধীরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
গাইবান্ধা, অগ্রদূত সংবাদদাতা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বিপি দিবস উদযাপন

গত ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল (বিপি)-এর ১৫৯ তম জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভারের উদ্যোগে সকাল ৯.৩০ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ থেকে আনন্দ র‍্যালী বের হয়ে ইন্ডাস্টিয়াল স্কুলে গিয়ে শেষ হয়। এরপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল মাঠে শুরু হয় আলোচনা সভা। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন- জনাব এ.বি.এম আবু হাসেম, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চল, জনাব মোহাম্মদ শরিফ জসীম, সম্পাদক- বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার, জনাব মো: আবু জার আহমেদ, সহকারী কমিশনার- বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা স্কাউটস, জনাব এম.এ মোমেন, যুগ্ম- সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা স্কাউটস এবং জনাব মো. লিমন মিয়া, সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার ও সাবেক চট্টগ্রাম সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন- কাব, স্কাউট ও রোভারবৃন্দ। পরিচালনা করেন- জনাব এম.এ মোমেন, যুগ্ম- সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা স্কাউটস।

■ খবর প্রেরক: মো. লিমন মিয়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, অগ্রদূত সংবাদ দাতা

সরকারি আজিজুল হক কলেজ রোভার গ্রুপ

বগুড়ায় স্কাউট দিবস ও স্কাউটের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল এর ১৬০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারি আজিজুল হক কলেজ রোভার গ্রুপের আয়োজনে দিন ব্যাপি বর্ণাঢ্য কর্মসূচি পালিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে আনন্দ র‍্যালী, কেক কাটা ও আলোচনা সভা। প্রথমেই সকাল ১০ টায় কলেজের ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ ভবনের সামনে থেকে আনন্দ র‍্যালী বের হয়। র‍্যালীটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে রোভার স্কাউট ডেনে এসে শেষ হয়। এরপর কেক কাটেন কলেজের অধ্যক্ষ ও গ্রুপ কমিটির সভাপতি প্রফেসর মোঃ সামস্-উল আলম। এরপর শুরু হয় আলোচনা সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন রোভার গ্রুপের গ্রুপ লিডার ও বগুড়া জেলা রোভারের সম্পাদক জনাব মোঃ আবদুস ছামাদ। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ সামস্-উল আলম। বক্তব্যে তিনি আগামী ৯ থেকে ১৩ মার্চ ২০১৬ ৬ষ্ঠ বগুড়া জেলা রোভার মুটের ভেন্যু হিসাবে সরকারি আজিজুল হক কলেজকে নির্বাচিত করায় বগুড়া জেলা রোভারকে ধন্যবাদ জানান সেই সাথে রোভারিং কার্যক্রমকে তরান্বিত করতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বগুড়া জেলা রোভারের কমিশনার অধ্যক্ষ কে.বি.এম মুসা, গ্রুপ কমিটির সভাপতি প্রতিনিধি অধ্যক্ষ জনাব আবুল কালাম আজাদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কলেজের রোভার গ্রুপের আর. এস. এল মোঃ আব্দুল আলিম। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সরকারি আজিজুল হক কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক প্রফেসর দৈমুদ্দিন, প্রফেসর মোঃ তাজুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক ড. শরীফ রায়হান, সহকারী অধ্যাপক মোঃ কামাল মাহমুদ, রোভার লিডার প্রতিনিধি আর.এস.এল মোঃ হারুন-অর-রশিদ, সাবেক এস. আর. এম রাশেদুজ্জামান রাশেদ, নামুসুল আকবর, সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি মোঃ মোশারফ হোসেন, সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি শামীম আহমেদ, সিনিয়র রোভার মেট মোঃ আল-আমিন, ফজলে রাব্বি, রোভার মেট সিজুলইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, মৌসুমি আক্তার, রায়হান চৌধুরি, শাকিল আহমেদ প্রমুখ।

■ খবর প্রেরক: সিজুল ইসলাম
বগুড়া, অগ্রদূত সংবাদ দাতা

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজঃ রোভার সহচর বাছাই

কুমিলা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর ২০১৫-২০১৬ সেশনের এর রোভার সহচর বাছাই পরীক্ষা ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় ৪৮ জন অংশগ্রহণ করেন। বাছাই পরীক্ষায় দুটি পর্যায়ের মধ্যে লিখিত ৩০ নম্বর ও মৌখিক ২০ নম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রোভার স্কাউট গ্রুপের সহকারি রোভার স্কাউট লিডার ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক গোলাম জিলানী। বাছাই পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় মূল্যায়নকারী হিসেবে ছিলেন কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সাবেক সিনিয়র রোভার মহিউদ্দিন লিটন, মোঃ আবুদল হালিম, মোঃ জিয়াউল হক মোহন বর্তমান সিনিয়র রোভার মেট আ.ছ.ম. শামছুহ ছালেকীন, গার্ল-ইন সিনিয়র রোভার মেট মাহফুজা আক্তার ভূঁইয়া, রোভার মেট কায়েদ আহম্মদ চৌধুরী, মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম শুভ। পরীক্ষা কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা ছিলেন রোভার মেট বিকাশ চন্দ্র মজুমদার,

ারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের নবীন রোভার সহচর বাছাই পরীক্ষা শেষে
জিলানী, ডিআরএসএল মহিউদ্দিন লিটন, এসআরএম ছালেকীনসহ অতিথি ও

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের অতিথি ও রোভারবৃন্দ

আয়েশা বিনতে নূর, সহকারি রোভার মেট ফখরুল ইসলাম, নাছরিন সুলতানা ঝুমুর, তানজিলা জাহান সৌরভী, আসমা, হাবীবা, উর্মি, খায়রুল, মাসুমবিল্লাহ, পেয়ার আহমেদ, নকীব, নোমান, রাসেল, রুহান, রুবেলসহ অন্যন্যারা।

শীতার্তদের পাশে সান্তাহার সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপ

সান্তাহার সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপ এর আয়োজনে ও আলোর সন্ধানে সান্তাহারের সহযোগিতায় সান্তাহার শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ১২ জানুয়ারি সান্তাহার সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে বেলা ১১টায় এই শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন, সান্তাহার সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপের সহ-সভাপতি মো. হামিদুল হক, নওগাঁ জেলা রোভারের সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি সুলতান আহমেদ, আলোর সন্ধানে নওগাঁর সভাপতি মো. আরমান হোসেন সহ অন্যান্য গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে ৪০জন শীতার্তের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মো. আরমান হোসেন
নওগাঁ, অগ্রদূত সংবাদ দাতা

বগুড়া জেলা রোভার

কবি নজরুল ইসলাম সড়কস্থ সংগঠন কার্যালয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস বগুড়া জেলা রোভারের আয়োজনে অভিষেক পরবর্তী প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে সংগঠনের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান সংগঠনের নব নির্বাচিত কমিশনার

অধ্যক্ষ কে.বি. এম মুসা এবং সম্পাদক জনাব মোঃ আবদুস ছামাদ। এরপর সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয় কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বগুড়া জেলা রোভারের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কমিশনার অধ্যক্ষ কে.বি.এম মুসা। সভা সঞ্চালনা করেন সম্পাদক জনাব মোঃ আবদুস ছামাদ। সভায় বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ খাদিজা খাতুন শেফালী, সহ-সভাপতি সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ নূর আফরোজ বেগম জ্যোতি, সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ প্রকৌশলী জনাব খন্দকার গোলাম মোস্তফা, সহকারী কমিশনার (সার্বিক) অধ্যক্ষ সাইদুজ্জামান স্বপন। আরো উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (প্রশাসন) অধ্যক্ষ জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, সহকারী কমিশনার (সংগঠন) অধ্যক্ষ জনাব মাহাবুব আলম, সহকারী কমিশনার (যোগাযোগ) অধ্যক্ষ জনাব একে. এম মতিউর রহমান, সহকারী কমিশনার (প্রশিক্ষণ) সহকারী অধ্যাপক জনাব পরিমল কুমার চক্রবর্তী, সহকারী কমিশনার (প্রোগ্রাম) সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম,

সহ-কমিশনার (গার্ল-ইন রোভার) জনাব আয়েশা সিদ্দিকা, কোষাধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ সৈয়দ মোস্তফা কামাল, যুগ্ম-সম্পাদক আর.এস.এল জনাব মোঃ আরিফুর রেজা, জেলা রোভার লিডার আর.এস.এল জনাব আবুল ইনকিলাব মুহাঃ সাজ্জাদুল হায়দার, রোভার লিডার প্রতিনিধি আর.এস.এল জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ, রোভার লিডার প্রতিনিধি আর.এস.এল সহকারি অধ্যাপক জনাব এমদাদুল হক, গ্রুপ কমিটির সভাপতি প্রতিনিধি অধ্যক্ষ জনাব আবুল কালাম আজাদ, গ্রুপ কমিটির সভাপতি প্রতিনিধি অধ্যক্ষ জনাব নিলুফা ইয়াছমিন নাজলি, এলটি প্রতিনিধি জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী, এ এলটি প্রতিনিধি জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, স্কাউটস কর্মকর্তা জনাব মোঃ সৈকত হোসেন, জেলা স্কাউট কমিশনার জনাব নূরুল ইসলাম, সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি জনাব শামীম আহমেদ, রোভার মেট সিজুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, মৌসুমি আক্তার, রায়হান চৌধুরি, শাকিল আহমেদ প্রমুখ।

সভায় ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে সরকারী আজিজুল হক কলেজে ৭ দিনব্যাপী ৬ষ্ঠ বগুড়া জেলা রোভার মুট ২০১৬ করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় যাতে জেলার শতাধিক কলেজের প্রায় ১০০০ রোভার, গার্ল-ইন রোভার এবং কর্মকর্তা অংশগ্রহন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। এছাড়াও মেট কোর্স, ব্যাজ কোর্স এবং সকল কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে গ্রুপ কমিটির সভাপতি কর্মশালা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

■ খবর প্রেরক: সিজুলইসলাম
বগুড়া জেলা রোভার, বগুড়া

সরকারি বিএল কলেজঃ শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি সম্পন্ন

সরকারি বিএল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর উদ্যোগে দুঃস্থ দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গত ১১ জানুয়ারি ২০১৬ সরকারি বিএল কলেজ- এর অধ্যক্ষ ও গ্রুপ সভাপতি প্রফেসর গুলশান আরা বেগম- এর নেতৃত্বে বিএল কলেজ রোভার ডেন-এ এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচি তে বিভিন্ন এলাকার দুঃস্থ ও অভাবীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য এই শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সরকারি বিএল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর গ্রুপ সম্পাদক প্রফেসর মোহাঃ শহীদুল ইসলাম এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা জেলা রোভার- এর কমিশনার জনাব মোঃ শিকদার রুহুল আমিন, খুলনা জেলা রোভার- এর সম্পাদক জনাব তাপস কান্তি সমদ্দার সহ খুলনা বিভাগীয় সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি মোঃ এনামুল কবির মামুন, খুলনা জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি শেখ শরিফুল ইসলাম বাপ্পি। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএল কলেজ রোভার

শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচী

স্কাউট গ্রুপ- এর আরএসএল বৃন্দ, রোভার ও গার্ল-ইন-রোভার সদস্যরা।

■ খবর প্রেরক: এস এম মাহফুজুল ইসলাম
খুলনা, অগ্রদূত সংবাদ দাতা

কারমাইকেল কলেজে বিপির ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী পালিত

কারমাইকেল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ রংপুরে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সোমবার, স্কাউট প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল এর ১৫৯ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। ব্যাডেন পাওয়েল এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সেই দিন কারমাইকেল কলেজ রোভার উদ্যোগে এক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিলো। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কারমাইকেল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট রতন কুমার সরকার এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা রোভার সম্পাদক এবং কারমাইকেল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ সম্পাদক জনাব মোঃ তহিদুল ইসলাম, বিভাগীয় প্রধান অর্থনীতি বিভাগ

কারমাইকেল কলেজ রংপুর। উক্ত প্রতিযোগিতা মুলক অনুষ্ঠানে যেসব বিষয়ে রোভার ও গার্ল-ইন রোভারা অংশ নিয়েছিলেন তা হলো ব্যাডেন পাওয়েল এর জীবনির উপর নির্ধারিত বক্তৃতা, দেশাত্ববোধ গান, কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্য প্রতিযোগিতা। সবশেষে পুরস্কার বিতরন ও প্রধান অতিথির বক্তব্য এবং সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

চাটখিল সরকারি কলেজে দীক্ষা ও ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউট নোয়াখালী জেলা রোভারের আওতাধীন চাটখিল সরকারি কলেজে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রোভার সহচরদের দীক্ষা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিন ব্যাপি এই অনুষ্ঠানের কার্যক্রম ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকালে শুরু হয়, বিকালে হাইকিং ও রাতে আত্মশুদ্ধি সহ তাঁবু বাস করানো হয়। দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে একজন নবাগত স্কাউট জীবনে প্রবেশ করে। দীক্ষা অনুষ্ঠান স্কাউটদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান যা তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে।

দীক্ষা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চাটখিল সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও সভাপতি প্রফেসর মোঃ মনিরুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন প্রফেসর মোঃ মনজুর আহম্মদ ভুঞা। স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ বেল্লাল হোসেন, জেলা স্কাউট লিডার, ফেনী জেলা। দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনার সহায়ক হিসাবে ছিলেন মোঃ নাজমুল হাসান, সিনিয়র রোভার মেট, ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। দীক্ষা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আর.এস.এল. প্রফেসর শামীম মৃধা । "পড়া লেখার সাথে সাথে খেলাধূলা সহ স্কাউটিং কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকলে একজন ছাত্র পড়া লেখার সাথে সৃজনশীল ও মানুষ সেবার মনোভাব সৃষ্টি হবে। আজ তোমরা যারা দীক্ষা গ্রহণ নিয়েছ তোমরা এই কলেজ এবং এই দেশে তোমাদের স্কাউটিং এর সেবা দিবে। এসব কথা প্রধান অতিথি বলেন তার বক্তব্যে।" অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষক ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল। ১২ রোভার সহচর দীক্ষা গ্রহণ করে। দীক্ষা শেষে তাঁবু জলসা ও আপ্যায়নের মাধ্যমে কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘটে।

■ খবর প্রেরক: মো. নাজমুল হাসান
ফেনী, অগ্রদূত সংবাদ দাতা

ঢাকা জেলা রোভারে পালিত হলো বিপি দিবস

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঢাকা জেলা রোভার এর স্থায়ী কার্যালয় ৭৭/৩/১ শাহ আলীবাগ, মিরপুর এ অনুষ্ঠিত হয় ১৫৯ তম বিপি দিবস। সারা দিনব্যাপি নানা ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে রবার্ট স্টিফেন্স স্মিথ লড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল এর জন্মদিন পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা জেলা রোভারের মোট ১৫০ জন রোভার ও রোভার লিডার উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে কবিতা আবৃতি, উপস্থিত বক্তৃতা, মাই প্রোগ্রেস যাচাই, অনুষ্ঠিত হয়। তারপর দুপুরের খাবার খাওয়ার পর কুইজ প্রতিযোগিতা ও সিনিয়র রোভার মেটদের মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৫:০০ টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ৬:০০ টার সময় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় উপ-কমিশনার এডাল্ট রিসোর্স জনাব মো: আরিফুজ্জামান, অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা জেলা রোভারের সম্মানীত সম্পাদক জনাব মু: ওমর আলী এল.টি। তাছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জেলা রোভারের সহসভাপতি জনাব কে এম আজাদউজ্জামান এ. এল.টি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা শেষে কেক কেটে রবার্ট স্টিফেন্স স্মিথ লড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল এর ১৫৯ তম জন্ম বার্ষিকী পালিত হয়।

■ খবর প্রেরক: মো:সায়েদ বাসিত
অগ্রদূত সংবাদ দাতা

তৃতীয় উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী সম্পন্ন

গত ৪-৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলা স্কাউটসের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় তৃতীয় উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পুরীতে মোট ৩২ টি কাব দল অংশগ্রহণ করে। প্রধান অতিথি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান

চৌধুরী জেলা প্রশাসক মহোদয় ক্যাম্পুরীর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ ওমর ফারুক, সম্পাদক, রায়পুর উপজেলা স্কাউটস, জনাব আলমগীর হোসেন, কমিশনার, রায়পুর উপজেলা স্কাউটস, জনাব কবির আহাম্মদ এল টি কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস লক্ষীপুর জেলা, জনাব শারমিন আলম উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রায়পুর উপজেলা, জনাব আলতাফ হোসেন মাষ্টার, উপজেলা চেয়ারম্যান, রায়পুর উপজেলা পরিষদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব মোবারক হোসেন রোমান, কাব লিডার, কাজীর দিঘীরপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বিপি দিবস উদযাপন

গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল (বিপি)-এর ১৫৯ তম জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভারের উদ্যোগে সকাল ৯.৩০ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ থেকে আনন্দ র‍্যালী বের হয়ে ইন্ডাস্টিয়াল স্কুলে গিয়ে শেষ হয়।

এরপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল মাঠে শুরু হয় আলোচনা সভা। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন- জনাব এ.বি.এম আবু হাসেম, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চল, জনাব মোহাম্মদ শরিফ জসীম, সম্পাদক- বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার, জনাব মো: আবু জার আহমেদ, সহকারী কমিশনার- বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা স্কাউটস, জনাব এম.এ মোমেন, যুগ্ম- সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা স্কাউটস এবং জনাব মো. লিমন মিয়া, সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার ও সাবেক চট্টগ্রাম সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন- কাব, স্কাউট ও রোভারবৃন্দ। পরিচালনা করেন- জনাব এম.এ মোমেন, যুগ্ম- সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা স্কাউটস।

বি পি'র ১৫৯তম দিবস পালন

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ সোমবার স্কাউটস আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ষ্টিফেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েলএর ১৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষে লক্ষীপুর সদর উপজেলা ও জেলা স্কাউটস ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচীর শুরুতে ছিল সকালে বি পি দিবসের উপর আলোচনা সভা ও র‍্যালি। আলোচনা করেন জেলার সহকারী কমিশনার

জনাব মো: নুরুল আমিন, উপজেলা স্কাউটস এর সম্পাদক জনাব মো: ফখরুল ইসলাম, কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আবুল বাসার বসির, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মো: আবদুল মান্নান, জেলা স্কাউটসের কমিশনার জনাব কবির আহাম্মদ এল টি। র‍্যালিটি সদর উপজেলা পরিষদ থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ও উচ্চ বিদ্যলয়ের বিপুল সংখ্যক কাব এবং স্কাউটস অংশ গ্রহন করে।

■ খবর প্রেরক: মো. লিমন মিয়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, অগ্রদূত সংবাদ দাতা

স্কাউটদের আঁকা ঝোকা

জান্নাতি আক্তার লিলি
ক্যামব্রিয়ান স্কুল এ্যান্ড কলেজ
ঢাকা

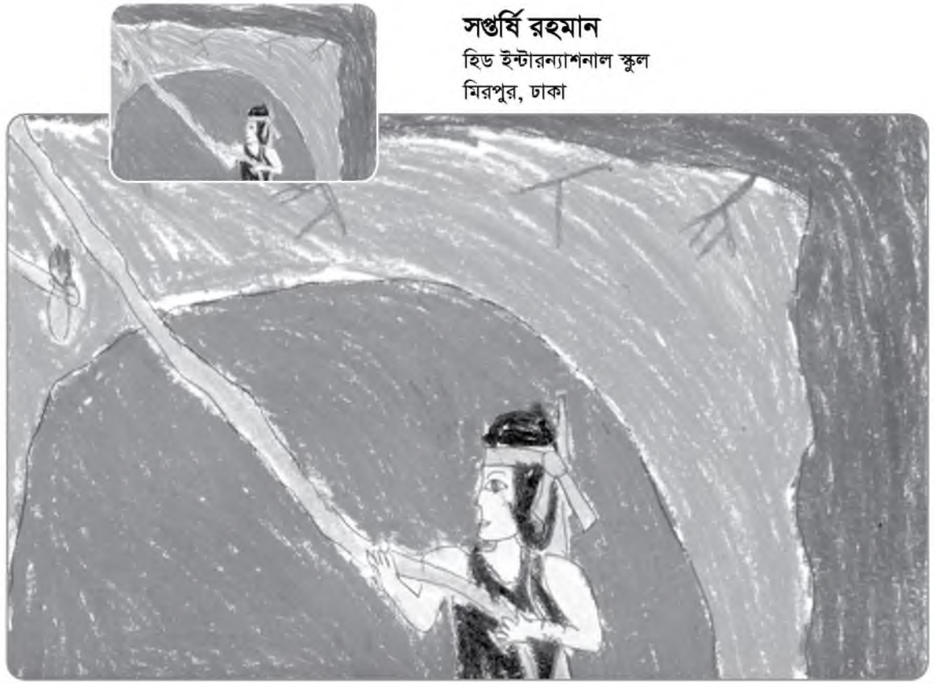

সপ্তর্ষি রহমান
হিড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
মিরপুর, ঢাকা

Dependable Power - Delighted Customer

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)

বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

- বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সীমিত এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার একান্ত বাঞ্চনীয়। এ বিষয়ে আপনি ব্যবস্থা নিন এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হউন। আপনার বাসগৃহ অথবা কার্যালয়ে যত কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে চলে ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করুন। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।
- আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান দু'শিফটে পরিচালিত হলে লোড-শেডিং পরিহারের জন্য পিক-আওয়ার (সন্ধ্যা ৫.০০ টা হতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত) এর আগে বা পরে কাজের সময় নির্ধারণ করুন। আপনার কার্যালয়ে অথবা বাসগৃহে পানির পাম্প, ইস্ত্রি, মাইক্রোওভেন, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ারসহ অন্যান্য গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি পিক আওয়ারে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- আধুনিক প্রযুক্তির "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" কম বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। এ ধরনের লাইট ও মোটরে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হয় বলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বিদ্যুৎ বিল কম হয়, সুতরাং আজ থেকেই "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" ব্যবহার করুন।
- আপনার বাসগৃহ ও কার্যালয়ে অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিতরণ ব্যবস্থায় কারিগরী সমস্যার সৃষ্টি হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে হলে অননুমোদিত লোড ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয় এবং আপনি বৈধ বিদ্যুৎ গ্রাহক হয়েও চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি।
- ডিপিডিসি এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বা অন্য যে কোন বিষয়ে আপনার কোন অভিযোগ থাকলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমপ্লেইন সেল, কোম্পানী সচিবালয়, ডিপিডিসি বরাবরে অবহিত করুন। প্রয়োজনে আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে।
- ডিপিডিসি সর্বদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot, Bangladesh Scouts 60th Year 2nd Issue, February-2016

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Md. Majibar Rahman Mannan, Executive Directory in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh, Phone: 9337714, Printed by: Dotnet Limited, 51/51a, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578